# শক্তি-মূর্ত্তি

[ কাব্য ]

विहर सुरतबाले पार्व्वति प्रेमरागै-
र्हृदयशतदले त्वं राजराजेश्वरीव ।
प्रणयकुसुममाले नश्वरत्वं विसृज्य
चिरशममयदेहं शाश्वतं संप्रगृह्य ॥

वासन्ती विजयायां च्चां पञ्चाग्निवसुचन्द्रमे ।
कुजे तत्याज भार्य्या मे वैशाखे रिपुसम्मिते ॥

শাস্ত্রি-সারস্বতরত্নোপাধিক
শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ-বিরচিত

১৩১৮

PUBLISHED BY S. N. GHOSA.

24 ANAND KHAN LANE.

PRINTED BY M. BHATTACHARYYA. AT THE BHARATAMIHIR PRESS.

25 RAYBAGAN STREET, CALCUTTA.

# উপহার ।

आवाह्नन्ते भुवि कर्म्महेतो-
र्सुस्थापनन्त्वन्नयनात् सुसिद्धैः।
विसर्ज्जनन्ते सति इष्टसिद्धा-
वाराधने काम्यमते विधाने ॥

( গীত )

রাগ ভৈরব, তাল—একতালা ।

ঐ যে হাসে হৃদাকাশে স্মিতভাসে শোভনে ।
হৃৎকমল, স্থির-অচল, জ্যোতি-বিমল-আননে ॥

হৃদি ধ্যানযোগে কি ক্ষণে সতি,
মুগ্ধ হেরি তব বদন-জ্যোতিঃ,
তব চিত্র মনো-মুকুরে ভাতি
ভায় কনক-বরণে ।

তব মুখশশি-সুধা-ক্ষরণে,
সিক্ত হৃদি-মরু প্রেম-জীবনে,
প্রেম-প্রবাহিণী বহে সঘনে,
ফুল্ল-কুসুম-কাননে !

হৃদি প্রেম-হেম-কুসুম কত,
তুলি মালা গাঁথি বাসনা-মত,
পরা'য়ে যতনে তোমা' নিয়ত,
রত তোমার অর্চ্চনে ।

যজ্ঞেশ্বরি, তোমা' পূজি' হৃদয়ে,
লভি মহা-শক্তি আশা-বিজয়ে,
তব প্রীতি-যোগে আত্ম-বিলয়ে,
লভি সুখের সাধনে।

কর্ম্মে কর্ম্মক্ষয়ে তব আবাহন,
সাধনের তরে তব আস্থাপন,
সিদ্ধিলাভান্তরে তব বিসর্জ্জন,
কাম্য-বিহিত-পূজনে।।

শুভ শক্তি-মুক্তি নিত্য জীবন,
ধর প্রেম-স্নেহ-হার শোভন,
চরমোপহার কর গ্রহণ,
চাহ পার্ব্বতি, স্বজনে!
স্নেহহার ধর যতনে!!

# আত্মকথা ।

त्वं सखि शक्तिः कर्म्मविधाने
शान्तिविधात्री त्वं हि निदाने ।
प्रेमसुधायाः शाश्वतरूपं
यच्छसि नित्यं त्वं भुवि मुक्तिः ॥

( গীত )

রাগিণী ইমন—তাল আড়াঠেকা ।

কেমনে পাই ত্রাণ !
এ মম জীবন
বহুল-আবর্ত্ত-ঘোরে
দুর্ব্বহ যে জ্ঞান !

বিবিধ কর্ম্মের ফেরে সঙ্কট সন্ধান,
হারা'য়ে আধার-শক্তি কি করি বিধান,
শক্তি-শিবের সাধনে,
নির্ম্মল-বিবেক-ধনে—ল'য়ে—
কত স'য়ে, ভয়ে ভয়ে,
রব সংশয়ে—
নিঃশক্তি নির্গুণ দীন,
নিরাসক্তি ক্রিয়াহীন,
শক্তি বিনা নাহি পরিত্রাণ !



# শক্তি-মুক্তি।

## প্রথম সর্গ।

### ( উদ্বোধন। )

মাকরী-ক্রান্তির প্রভাত।

স্মৃতিযোগ।

"शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि।"

आनन्दलहरी।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

সবিতঃ, প্রাচীর কোলে হাসিছ লোহিতাননে,
ভাবি' কি হে, ভাবিমুখ ভেঙ্গেছ সুখস্বপনে।
সঞ্জীবনী সুধা করে,
জাগাও দেবতা নরে,
নিদ্রিতা প্রকৃতি জাগে, জাগে ত্রিভুবন-জনে।

## শক্তি-মুক্তি ।

বর্ষের প্রত্যুষ আজি,
দিনের প্রত্যুষ-রাজি,
প্রকৃতি ফুলের সাজি ধরি নম্রা ভক্তি সনে।

প্রকৃতির জাগরণে,
জাগে দিগঙ্গনাগণে,
চাহে অন্তরাল হ'তে কৃপায় অপাঙ্গেক্ষণে।

স্বাধিকার মান গুণ,
নিত্য বর্দ্ধমান পুনঃ,
তাই বুঝি তব প্রাণে শক্তিযোগ ক্ষণে ক্ষণে।

তমোবাস তিরোহিত,
রাগে রক্ত চারি ভিত,
ঘুচিল জড়তা প্রাণে জাগিল চিকীর্ষা মনে।

এস মহামায়ে শক্তি,
জাগাও পরমাসক্তি,
কর্ম্মে কর্ম্ম মিটাইতে কর হৃদি অধিষ্ঠান—
রাখিতে গো জড়জনে !

(১)

কি এক বিরাট শূন্য ব্যাপ্ত চরাচর,
নিশ্চল নিস্তব্ধ বিশ্ব অনন্ত নিথর,
নাহি ক্ষিতি নাহি জল,
নাহি বায়ু কি অনল,
নাহি কিছু, আছে এক কেমন সুন্দর !

(২)

বিরাট অভাব ব্যক্ত ভাবের অভাব,
ভাবের অস্তিত্বহীন নহে সে স্বভাব,
ভাবময় ভূতরূপ,
মিশে সব একরূপ,
গেছে সব আছে এক অনন্ত প্রভাব!

(৩)

বিশ্বরূপী শূন্যরূপ কল্পনা-নয়নে,
হেরিতে আঁকিতে সিদ্ধ পূর্ব্ব-সিদ্ধগণে!
জ্ঞানের বিকাশ সনে,
শুভ্র জ্যোতিঃ ভায় মনে,
জ্ঞানময় বপুঃ ধ্যানে ধরেন যতনে।

(৪)

শুভ্র-অভ্র-জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ শোভন,
যোগীর হৃদয়াকাশে রাজে অনুক্ষণ।
শূন্য হ'তে বায়ু বয়,
বায়ু শূন্যে হয় লয়,
আবির্ভাব তিরোভাব কেবল স্পন্দন!
রবীন্দু-পাবক তায়,
পুরুষ-নয়নে ভায়,
জড়ে যে চেতনা-রেখা জ্যোতির স্ফূরণ।

তেজো-বায়ু-পরিণাম,
জীবন জীবনারাম,
অব্যক্ত জীবনী সহে জড়ের বন্ধন।
ইহারি বিকাশপর,
স্থূল হ'তে স্থূলতর,
বিশাল আধার ধরা ব্যাপ্ত পরক্ষণ।

(৫)

যোগীর ধ্যানের ধন দেব শূন্যময়,
চিদাকাশে সদানন্দে সদা জ্যোতির্ম্ময়।
শূন্যে চন্দ্র সূর্য্য তারা,
অনল চপলাধারা,
স্বপ্রকাশ-ভাব লয়ে বিকাশে বিস্ময়।
চেতনে জড়ের ধর্ম্ম,
অচেতনে সাধে কর্ম্ম,
ধ্যেয় ধ্যাতা—এক মর্ম্ম,—কে করে নির্ণয়।
আছে সব, কিছু নাই,
জড়ে কর্ম্ম করা চাই,
কেবা দেখে বল তাই,—এই সমন্বয়।

(৬)

স্বপ্রকাশ-ভাব ল'য়ে প্রকৃতি সুন্দরী—
আলোক আঁধার ল'য়ে খেলে লুকাচুরী ;

আলোক আঁধারে ভবে,
তাড়ায় তাড়ায় যবে,
তখনি আঁধার পশে আলোক-অন্তরে ;—
আকাশ-ভূতল-তলে,
সদা এই খেলা চলে,
কৃষ্ণা-কাদম্বিনী-কোলে চপলা-সুন্দরী—
স্বর্ণবর্ণে আলোকের ব্যক্ত লুকাচুরী।

(৭)

উঠিছে রসের উৎস—বহে প্রবাহিণী,—
কাহারে অমৃতদানে হ'বে আদরিণী!
বিশ্ব আছে, লোক নাই,
ভোগ্য আছে, ভোক্তা নাই,
ছড়ায় স্বভাবে যথা সুধা সুহাসিনী—
পাত্রাভাবে অনাদরে পুনঃ বিষাদিনী!

(৮)

জ্ঞান-জ্যোতির্ম্ময় কায় জড় শবপ্রায়,
কিছু নাই—আছে তাই—কেবা তা'য় চায়!
সহসা হৃদয়ে তাঁ'র,
ঘোর তমঃ অন্ধকার,
কান্তিময়ী মহীয়সী শক্তি জাগে তা'য়!
দক্ষ করে বর-দান,
অভয়ে তোষেন প্রাণ,

বামে অসি নাশ তরে,
মুণ্ডগ্রহ মুক্ত-করে,
প্রসব-সংহার ব্রত,
জগতে নিয়ত স্রোত,
অনাদি অনন্ত তাঁর চরণে লুটায়।
শক্তি-যোগে শব শিব,
তাহাতে প্রসূত জীব,
জগত উদ্ভূত সদা ভাবাভাব যা'য়!

(৯)

শূন্য বিশ্বে নিত্যলীলা নিভৃত নিলয়ে,
পুরুষ প্রকৃতি সনে খেলে হৃষ্ট হ'য়ে।
তুমি শক্তি, আমি শিব,
তুমি দেহ, আমি জীব,
তুমি ছাড়া আমি শব অকর্ম্মা নিশ্চয়!
তবে কর্ত্তা শক্তিহীন,
কর্ম্মের সাধনে দীন,
ঈশ্বর অভাবে যথা ঐশ্বর্য্য-বিলয়,—
আধেয় আধার বই,
ধ্যেয় আছে ধ্যাতা কই,
সাধক নাহিক—সিদ্ধি ব্যাপ্ত বিশ্বালয়ে!

(১০)

যখন চেতনা ল'য়ে ভাবে আপনার,
জড়ভাবে জড়বিশ্বে ছিনু, নির্ব্বিকার!

সুখ নাই, দুঃখ নাই,
আকাঙ্ক্ষা আবেগ নাই,
কিছু নাই, জ্ঞান আছে—এই মাত্র সার!
মোহ নাই, নিদ্রা নাই,
স্বভাবে সদাই চাই,
কেমনে ভাবের ঘোরে জাগি অনিবার!
তব আবির্ভাবে সতী,
হেরি মূর্ত্তি জ্যোতিষ্মতী,
দেখিগো যে দিকে ফিরি ওমুখ তোমার!
মনোহরী মূর্ত্তি তব,
বিশ্বব্যাপ্ত নিত্য নব,
হেরি হেরি আত্মহারা কি সুখ-সঞ্চার!
নয়ন অতৃপ্ত সদা চাহি বারে বার!

(১১)

একি হেরি মহামায়ে কি মায়া মোহিনী,
শূন্যে কি মহতী সৃষ্টি আনন্দরূপিণী।
জ্ঞান-দীপ্তি মনোলোভা,
একীভূতা স্থিরপ্রভা,
আবির্ভূতা জ্যোতির্ম্ময়ী স্বয়ম্প্রকাশিনী,
নয়নে ক্ষরিছে তাঁ'র সুধানির্ঝরিণী!

(১২)

কোটী চন্দ্র জিনি জ্যোতিঃ স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল,
মানস-মরালী তা'য় হেরিয়ে বিহ্বল!

নয়নাভিরাম দ্যুতি,
হেরিলে অজ্ঞানচ্যুতি,
চরণ-পরশে ফুল্ল শ্বেত-শতদল—

(১৩)

মানস-সরসি 'পরে শ্বেত-শতদলে
কে এক মোহিনী বালা খেলে কুতূহলে ।
সিতরশ্মি স্মিতানন,
করি এঁরে নিরীক্ষণ,
মলিন—আবৃতমুখ মেঘচ্ছদচ্ছলে !
পঙ্কজ-আসনে বসি,
অকলঙ্ক সিত-শশী,
নেত্রে বয় কৃপাসিন্ধু তরঙ্গ-কল্লোলে !
বীণা করে সুহাসিনী,
কিবা গীতি সম্মোহিনী,
আলাপ করেন ভাসি' প্রেম-অশ্রুজলে !

(১৪)

এস মা অনন্দময়ি এস মা এখন,
সঙ্গীত-অমৃত-রাশি কর বিতরণ !
তব করে বীণা-স্বরে,
কি সুধা শ্রবণে ঝরে,
সে সুখের প্রতিদান কি দিব এখন !
কি দিব তোমায় মাতঃ, কি আছে এমন !

(১৫)

ও বীণা ঝঙ্কারে নাচে সরসী কল্লোলে,
প্রমত্ত সমীর তা'য় বহিছে হিল্লোলে!
তোমার সঙ্গীতে মাতি',
চলে যাক্ দিবা রাতি,
সঙ্গীত-অমৃতে ভোর থাকি মা বিহ্বলে!

(১৬)

যবে অবসান তব বল্লকীনিক্কণ,
তখনই হয় হৃদি ভাব-বিবর্ত্তন,
তখনি তোমার ছায়া,
ধরি দীপ্ত দিব্যকায়া,
আমার নিকটে করে অতীত-কীর্ত্তন।
সেই তব ছায়া-মূর্ত্তি,
দেখিলে যে পাই স্ফূর্ত্তি,
মনের আবেগে তা'য় করি দরশন।
আবেগে বিভোর,—নাহি করি আলাপন!

(১৭)

এতদিনে চিনিয়াছি সে ছায়ারূপিণী,
অতীতের পটাঙ্কনে নিপুণা মোহিনী!
অতীতে নবীন-সাজ,
দিয়ে সাধে নট-কাজ,
সে নাটনা-মোহে স্তব্ধা স্বপনসঙ্গিনী!

অতীতের দুঃখ সুখ,
চিন্তায় গম্ভীর মুখ,
বর্ত্তমানে মুহ্যমান—দিবস-যামিনী!
না জানি কেমনে হায়!
কেমনে হৃদয় শূন্য দিবস-যামিনী!

( ১৮ )

অয়ি দেবি, স্মৃতি সতি, চাহ কৃপেক্ষণে,
শূন্য হৃদি কিবা ফল অতীত-অঙ্কনে।
শূন্যে শূন্য বৃদ্ধি পা'ক,
মহাশূন্য হ'য়ে থাক,
অতীতের লোপ হ'ক্ কি কাজ দর্শনে?
শূন্য যা'র ভাল লাগে,
শ্মশানে বিহরে রাগে,—
এ শূন্য হৃদয় মম
করেছি শ্মশান সম তাঁহার কারণে!
শ্মশান-শূন্যতা সম,
হৃদয়-শূন্যতা মম,
রাখিলে সদাই সুখী তাঁ'র নিরীক্ষণে!

( ১৯ )

নিত্যসহচরী স্থির অনুরাগে যাঁ'র,
কভু হৃদি নাহি জাগে বিচ্ছেদ যাঁহার,

মধুর মূরতি তাঁ'র
জাগে হৃদি অনিবার,
হেরি সেই মুখ প্রেমে বহে অশ্রুধার!
শূন্য হৃদি প্রেম-ভরে,
যে সতী আসন ক'রে,
অধিষ্ঠাত্রী হ'য়ে রাখে পূর্ণ অধিকার!
টলাইতে সে আসন সামর্থ্য কাহার?

(২০)

তথাপি আসনে রাখি পদাঙ্ক গভীর,
লুকা'বে ভাবিলে মন সতত অস্থির!
সদা থাকি সন্তর্পণে,
যুটিয়াছে কি কুক্ষণে,
বিরহ-অনল সনে আশঙ্কা-সমীর।
তাঁ'রে হারা হ'য়ে বল,
প্রাণ ধ'রে কিবা ফল,
সজল নয়নে চাহি—হই গো অস্থির!
নীরবে সরে না কথা,
কি এক বিষম ব্যথা,
কাঁদায় আমায়—বহে নেত্রে অশ্রুনীর!

(২১)

সিতরশ্মি সুধাকরে চাহি বারে বার,—
সুধাকর বিষকর অদৃষ্টে আমার!

বিষম বিরহ-বাণ,
পাতভঙ্গে ম্রিয়মাণ,
সুখের সংসারে জ্ঞান অকুল পাথার !
তব সঙ্গে মিশে যাই,
অঙ্গাঙ্গী হইতে চাই,
গৌরীহরভাবে মজি চাহি বারে বার !

(২২)

হৃদয়-শ্মশান-ক্ষেত্রে হয় হে তখন—
শান্তির আবাস দিব্য সুখনিকেতন !
তোমার আসন ধারে,
ফুলবন ফুলহারে,
লইয়া প্রতিমা তব পূজে অনুক্ষণ !
সুখ দুঃখ ভুলে যাই,
ফুল্ল মুখে তোমা চাই,
আত্মহারা হ'য়ে করি প্রেমের সৎকার !
পরাইয়া দিই তোমা হৃদি-ফুলহার !

(২৩)

শ্মশান-শূন্যতা ভেদি' বীণার নিক্কণে,
অভিনব শান্তিরসে মগন দুজনে !
কামনা সরিয়া গেছে,
আসক্তি প্রবলা আছে,
স্থিরনেত্রে আছি চেয়ে স্মৃতির অঙ্কনে !

উভয়ে সোহাগ যত,
বিনিময়ে অবিরত,
হেরি ভাবি-ভাব কত সৃজি ক্ষণে ক্ষণে!
ভাবি-সুখ-আশা কত জাগে মনে মনে!

(২৪)

মায়িক জগতে শুধু মায়ার বিস্তার ;—
মায়া-প্রকল্পনে সৃষ্ট জগত-সংসার!
মায়াময়ী মহাশক্তি,
জাগায় পরমাসক্তি,
ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রেম—বিকাশ তাহার!
তাহার ক্রমানুস্মৃতি,
কার্য্যকারণের স্মৃতি,
ভবিষ্য-কল্পনা তা'র সে ক্রমপ্রসার!

(২৫)

স্মৃতির পরানুস্মৃতি তুমি লো কল্পনে!
নিপুণা ভবিষ্য সুখ দুঃখের অঙ্কনে!
শূন্যে ব্যাপ্ত বীণাস্বর,
কি ভাব প্রকাশপর,
সঙ্গীত-অমৃত-ধারা পশিছে শ্রবণে—
সে বীণা-নিক্কণ শুনে',
না জানি কি মোহ-গুণে,
চমকিত দোঁহে—চাহি বিশ্ব প্রতিক্ষণে!
পুরুষ প্রকৃতি মিলি' চাহি প্রতিক্ষণে!!

(২৬)

সদা, যাঁ'য় হৃদি রাখি' সদানন্দ মন !
অপাঙ্গ-দর্শনে যাঁ'র শ্মশান—নন্দন !

গৃহ ক্ষেত্র দেবালয়,
সর্ব্বত্র সঙ্গিনী যেই কর্ম্মে অনুক্ষণ !
কর্ম্মরতি জাগরণে,
শ্রান্তিহরা নিদ্রাক্ষণে,
করলতা-হার গলে পরায় যতনে !
ভেঙ্গ না স্বপন মম তাঁহার মিলনে !

(২৭)

তোমায় কল্পনে, মম বৃথা অনুনয় !
স্বভাব-বিকাশে তব কর্ম্ম সত্যময় !
স্বপনে ভাবি না যাহা,
তব চিত্রে কেন তাহা,
হেরি' সে বিকল অঙ্গ—অবশ হৃদয়
না পূরিতে ভালবাসা,
না মিটিতে সুখ-আশা,
দম্পতি-সোহাগ ছিঁড়ি কর মনোলয় !
দম্পতি-হৃদয়-তাপে দহিবে নিশ্চয় !!

(২৮)

মনোমত প্রীতিদানে যাঁ'রে কদাচন—
হয় নাই একেবারে আশার পূরণ !

প্রীতিভরে একমনে,
পূজি যাঁ'রে হৃদাসনে,
ভুলিতাম অনায়াসে এ বিশ্বভুবন!
যেই মম মনস্তৃপ্তি,
যেই নয়নের দীপ্তি,
হারাইয়ে যাঁ'রে আমি হারাই জীবন!
কৃপাদৃষ্টি-পাতে যাঁ'র,
প্রাণ পাই পুনর্ব্বার,
যাঁ'রে পেলে শান্তিরসে মজি অনুক্ষণ;
কেন দেবি, তাহে তব কুটিল দর্শন!

(২৯)

যে ক'দিন প্রিয়া সনে থাকিবে মিলন,-
উভয়ে উভয়-ধ্যানে রহিব মগন!
হ'লে প্রিয়া-অদর্শন,
ত্যজি' লোক-নিকেতন,
পশিব দুর্ভাগ্য ল'য়ে গহন-কানন!
যে তরু-লতিকাগণ,
ফুলহারে শুভার্চ্চন,
করিত প্রিয়ার—হ'বে বিষণ্ণবদন!
হা সতি! পার্ব্বতি! বলি',
কাঁদিবে উদ্যানস্থলী,

কাঁদিবে বিষাদে অলি করিয়া গুঞ্জন !
হ'য়ে হৃদি শোকে মরু—ভীষণদর্শন !

(৩০)

অশনিপাতের ভয় দারুণ যেমন,
ততোঽধিক তব দেবি, এ চিত্র ভীষণ !
আসক্তিচ্ছেদনে তব,
যত চেষ্টা বৃথা সব,
কা'র সাধ্য শিব-শক্তি বিচ্ছেদ-সাধন।
হা সতী ! হা সতী ! রবে,
বিজনে কাঁদিব যবে,
প্রিয়াসনে হ'বে তবে অবশ্য মিলন।
আমায় পড়িলে মনে,
করুণা জাগিবে ক্ষণে,
প্রিয়া সে হৃদয়াসনে করিবে গ্রহণ।
পুনঃ হৃদি মরুমাঝে,—
সাজিবে কুসুম-সাজে,
হৃদয় শোভিবে যেন নন্দন-কানন।
ব'বে প্রেম-প্রবাহিনী,
যেন স্বর্গ-মন্দাকিনী,
ল'য়ে প্রিয়া সুহাসিনী সে দিব্য জীবনে,
অঙ্গাঙ্গী হইয়ে র'ব আনন্দে দু'জনে ॥



# দ্বিতীয় সর্গ।

## ( আলাপন। )

বাসন্তী-দোলপূর্ণিমা—প্রথম প্রহর।

কর্ম্মদ্বার।

"सन्दधाति शिवं शक्ती-रागरक्तपरिक्रमात् ।
संस्वजते शिवस्तां स्वां स्वाधानाधिष्ठितां पराम् ॥"

রাগিণী সিন্ধুড়া—তাল ধামার।

আহা কি মধুর কেলি নিরখি ঐ নভোঙ্গনে।
লালে লালে লালে লাল প্রেমরাগে রক্তাননে।
একে রাগে নেত্র-ভঙ্গ,
সুরাগে সুরক্ত অঙ্গ,
প্রকৃতি পেয়ে সে সঙ্গ,—রঙ্গ করে ফুল্লাননে।
প্রাচী ফল্গু ল'য়ে করে,
সাজায় সহস্রকরে,
কেলি-রাগে ক্রমান্তরে খেলে দিগঙ্গনাগণে।

ক্রমে কেলি-রঙ্গপুরে,
প্রমত্ত স্বরঙ্গ-সুরে,
চিত্রবর্ণ থরে থরে—ছুলে সুনীল গগনে।
ভাঙ্গি সব কেলি পরে,
পশিল সে তেজঃসরে,
কিরণ-বসন ধ'রে সাজিল সবে সঘনে!
তখন সে নভোবালা,
মোহন-কুসুম-মালা,
ধরি' ভুলে মোহ-খেলা—বিমলোজ্জ্বল কিরণে।

( ১ )

অহো স্মৃতি সতি, কেন মোহের ছলনে,
দেখাও মোহন-রঙ্গ হৃদিরঙ্গাঙ্গনে।
মলয়জ সমীরণ,
ফুল্ল-ফুল তরুগণ,
হেলে দুলে রত তা'রা কাহার তোষণে?
ফুলবনে কেবা বালা,
ফুল তুলি গাঁথে মালা,
কত যে আগ্রহ তা'র মাল্যের রচনে।
জড়-ভাবে চেয়ে থাকি সুস্থির-নয়নে॥

( ২ )

কি দেখায়ে হ'রে নিলে শকতি আমার!
কোথা গেলে পাই তাঁরে হেরি চারিধার!

কোমল হৃদয় তা'র,
যে কুসুম-সুকুমার,
বিকাশে সারল্য তা'র নেত্রে অনিবার;—
দেখায়ে সে দিব্য মূর্ত্তি,
হৃদয়ে জাগায়ে স্ফূর্ত্তি,
হরিলে কেন গো দেবি,—কোথা সে আমার!
নয়নাভিরামা রমা দেখাও আবার!

( ৩ )

কি এক বিভ্রম এসে ছাইল হৃদয়ে!
তমোনিশা ঘোরা যথা বিদ্যুত-বিলয়ে!
লাবণ্য-লহরী তা'র,
বহে হৃদি অনিবার,
নদী আছে, বারি নাই,—থাকি তাই চেয়ে।
সৈকত পুলিন কাঁদে
শূন্য হৃদি শূন্য ছাঁদে,
অতীত সুদীর্ঘ অঙ্ক আছে ব্যাপ্ত হ'য়ে।
কি যে হারায়েছি খুঁজি এ হৃদি নিলয়ে!

( ৪ )

সে দিব্য-মূরতি সতি, যদ্যপি জাগালে,—
হরিলে যদ্যপি তা'য়—কেন না ভুলালে!
সে মোহিনী ফুল-খেলা,
সে দিব্য ফুলের মেলা,
সে দিব্য বসন্ত-ফুল-ফুল-মালা-জালে—

ফেলিয়ে, আমারে কেন,
বাঁধিলে শবরী হেন,
আর কত দুঃখ আছে জানি না এ ভালে!
শূন্য হৃদি—কিছু নাই,
মনে মনে ভাবি তাই,
কি দেখে রহিব স্থির—কোথা সেই বালে!
আশায় অন্বেষি তাঁ'রে হৃদি-অন্তরালে।

( ৫ )

কেমনে সে বালা বিনে শূন্য হৃদি ল'য়ে।
সুদীর্ঘ জীবন-জ্বালা র'ব প্রাণে স'য়ে।
আর কা'র মুখ চেয়ে,
কোন লক্ষ্যে যা'ব ধেঁয়ে,
অলস—অবশ—জড়—মরু—এ হৃদয়ে!
কি ভাবে বিচ্ছিন্ন মন,
হয়ে আছি জ্বালাতন,
পলাই—পলাই—ছাড়ি এ শূন্য আলয়ে!
চারি দিক্ অন্ধকার,
অকূল পাথার সার,
অশক্ত অকূলে যে'তে তনু-তরী ব'য়ে!
রহিনু শবের ন্যায় জড়-দেহ ল'য়ে!

( ৬ )

শোকার্ত্ত হেরিয়ে মোরে ক্ষুণ্ণা ধরারাণী!
সে বিষাদে প্রকৃতির স্তব্ধ মুখখানি!

বিষণ্ণ উদার নভঃ,
কি জ্ঞানে বিষণ্ণ রভঃ,
বিবর্ণ বিষাদ-বশে পশু পক্ষী প্রাণী ;—
ফুল্ল-ফুল তরু লতা,
কি বিষাদে মৌনরতা,
হৃদয়-শ্মশানে একি কেন নাহি জানি।
বিষাদ-কালিমা-অঙ্কে মগ্না ধরারাণী !

( ৭ )

হৃদয়-শ্মশানে কেবা বাজায় বাঁশরী,
উদাস অন্তরে একি সঙ্গীত-লহরী !
কোন সুখ নাই মনে,
সব গেছে তা'র সনে,
গেছে সে মোহিনী মূর্ত্তি—আছে সে মাধুরী !
কোথা সে নির্জন-বনে
লুকায়েছে সঙ্গোপনে,
দেখিব কোথায় সেই কুসুম-সুন্দরী !
কেন বা উদাস হৃদি বাজিছে বাঁশরী !

( ৮ )

আহা সে বাঁশরীস্বরে কি ভাব-বর্ত্তন !
হৃদয়-শ্মশানে হ'ল কুসুম কানন !
গরজি' গভীর স্বরে,
অভ্রশিরে জলধরে,
কি মধুর জয়নাদ করে ক্ষণে ক্ষণ ;—

ললিত চপলা-বালা,
লইয়ে তড়িত মালা,
কাহারে পরা'তে ক'রে কর-প্রসারণ?
কত নারী বাঁশী করে,
বাজায় শিখরী 'পরে,
বিজয়-সঙ্গীতে কা'র মগনা এখন?
কিংবা কা'রো প্রেম-গীতে হয় উদ্বোধন?

( ৯ )

সে সঙ্গীতে গ'লে যায় পাষাণ-হৃদয়,—
হিমাদ্রিনন্দিনী স্নেহে তা'য় পূর্ণ রয়!
পৃথ্বীরতি-হারাবলী,
স্রোতস্বতী কুতূহলী;
সঙ্গীত-তরঙ্গ-রঙ্গে বহে উভরায়!
সে সঙ্গীতে মুগ্ধ জীব,
জীবন্মুক্ত সদাশিব,
জাগে তাই শক্তিরূপা ব্যক্তসুহাসিনী,
যা'র হাস্যে হাসে বিশ্ব—বিশ্ববিমোহিনী!

( ১০ )

এস সতি স্মৃতিরাণি, কল্পনারে ল'য়ে,
অতীত অঙ্কন কর এ শূন্য হৃদয়ে!
তোমার করুণেক্ষণে,
জাগিবে হৃদয়ে ক্ষণে,
শক্তিরূপা বিমোহিনী বালা হৃষ্টা হ'য়ে!

মেদুর সমীর বয়,
তরুণ পল্লবচয়,
বিজয়-কেতন সম আকাশ-হৃদয়ে ;—
কি ভাবে যে মত্তপ্রায়,
হ'য়ে বিশ্ব বয়ে যায়,
সন্তর্পণে চাহি তা'য় কি যেন কি ভয়ে,
জগৎ জগৎ তাই চাহি তা'য় ভয়ে।

( ১১ )

আহা সে প্রকৃতি সতী সজ্জিতা মোহিনী,—
মধুর মধুর-ভাবে প্রফুল্লা ভাবিনী!
রসিক রসাল-রাজ,
নবীন-পল্লব-সাজ,
ধরিয়া অঙ্কুর করে চাহে স্বরূপিণী,—
দেখে মূর্ত্তি মনোলোভা,
বাড়া'তে কবরী-শোভা,
উদ্বাহু পরা'তে—তা'য় হৃষ্টা সীমন্তিনী!
মত্ত অলি-মালা তা'য়,
ঘেরি' গুন গুনে গায়,
বসন্ত-বিহিত তানে প্রেমের কাহিনী,—
জগত মোহিছে তা'য় প্রকৃতি মোহিনী!

( ১২ )

কুসুমিতা লতা এবে মহীরুহ-শিরে,
কুসুমকেতন ধরি' হেলে ধীরে ধীরে।

দিগঙ্গনা কুতূহলে,
মলয়-হিল্লোলচ্ছলে,
ব্যজন করিয়া এবে তোষে প্রকৃতিরে !
আমোদ-প্রমোদ-ময়,
নিত্য প্রেমামৃত বয়,
মগ্ন আজি বিশ্বালয় নিত্যানন্দ-নীরে !
সাজি দিগঙ্গনাগণ হাসে ধীরে ধীরে !

( ১৩ )

কি মধুর মনোহর চিত্র সুশোভন,—
এ শূন্য হৃদয়ে মম করিলে অঙ্কন !
জড়ে ব্যক্ত যে চৈতন্য,
কন্যাশ্রয়ে শক্তি-জন্য,
অচৈতন্য-উপাহিত-চৈতন্য-স্ফূরণ !
অয়ি একি কেন কেন,
উৎফুল্ল হইল হেন,
আনত আনন—কেন প্রফুল্ল নয়ন ?
করে বেণু বিমোহন,
মুখে হাস্য সুশোভন,
কি এক মধুর গীত গায় অনুক্ষণ !
প্রেম-স্রোতস্বতী নাচে—অস্ফুট বচন !

( ১৪ )

আহা সে কিশোরবর না জানি কেমন,—
নেত্রে তা'র কি উদার-ভাবের স্ফূরণ !

কি দীপ্তি ললাটে ফুটে,
নেত্রে যে চপলা ছুটে,
প্রশান্ত হৃদয়—দেহ নশ্বর শোভন!
মোহন আকার স্থির,
পীতবাস-ধারী ধীর,
ঘোর-ঘন-রঙ্গ-ভঙ্গে কেশের রচন।
শ্যামল মোহন তনু,
অধরে মোহন বেণু,
সঙ্গীতে শ্মশানে কা'য় করিবে মোহন—
শ্রোত্রী নাই—এ সঙ্গীত কে করে শ্রবণ!

( ১৫ )

শক্তি-শিব-প্রীতি-যোগে অঙ্গাঙ্গী সাধন—
নিত্যলীলা সুখময়ী—এ নিত্য জীবন।
অজ্ঞান-উপাধি ল'য়ে,
চৈতন্য লুকায়ে র'য়ে,
জ্ঞান-জ্যোতিঃ শ্যামরূপে করে আচ্ছাদন;—
সে জ্যোতিঃ জাগা'তে সতী,
হিরণ্ময়ী জ্যোতিষ্মতী,
সমর্থা নিশ্চয়,—কিন্তু—
কোথা সে মোহিনী শক্তি করে উদ্বোধন!
কোথা সে হ্লাদিনী শক্তি জাগা'তে চেতন!

( ১৬ )

তুমি আমি নিত্য—তব উপাধি-স্বীকার !
অবিক্রিয় শিবে একি বিষম বিকার !
আমি শিব, তুমি শক্তি,
অসংহতা অনুরক্তি,
সংসক্তি-সংযোগে শ্যাম কর্ম্মীর আকার !
জ্ঞানের বোধন তরে,
এস দেবি, হৃদি'পরে,
উত্তরসাধিকা হ'য়ে কর অধিকার,—
জ্ঞানের উন্মেষ তাহে হউক আবার !

( ১৭ )

কোথা তুমি মহীয়সী প্রেয়সী আমার !
জীবন-সঙ্গিনী সতী প্রেমের আধার !
চাহ না বারেক হায় !
ভুলেছ কি অভাগায় !
আকুল পরাণে তোমা' খুঁজি চারিধার !
কেন তুমি লুক্কায়িতা,
কেন তুমি অন্তর্হিতা,
তোমা' তরে অনিবার করি হাহাকার !
কাতর-পরাণে তোমা' ডাকি বারে বার !!

( ১৮ )

প্রাণানন্দ-বিমোহন প্রথম দর্শনে;—
সাদর সস্নেহ রাগ উপজে যে মনে ;—

সে মর্ম্মে কেমন সতী,
ভুলে আছ—একি মতি,
অথবা এ ভাব তব পরীক্ষা-কারণে !
একি ঘোরা কুহেলিকা,
বিশ্ব-ব্যাপ্তা প্রহেলিকা,
জ্ঞান-দৃষ্টি রুদ্ধা এবে তব আচরণে।
তুমি মম মতি গতি,
প্রবৃত্তি প্রসক্তি রতি,
তুমি জ্ঞান ভালরূপ এ সাধক-মনে !
কষ্ট দাও তবে হেন কেন অকারণে !

( ১৯ )

এ অবগুণ্ঠনে কেন একান্তে মোহিনি !
লজ্জানতাননে এবে কি ব্রতে ব্রতিনী !
আনত-আননা কেন,
আনত-নয়না হেন,
কোন ভাবাবেশে এবে গম্ভীরা ভাবিনী !
জেগেছ বংশীর স্বরে,
জেগেছ মন্ত্রের স্বরে,
গম্ভীরা প্রভাত-মূর্ত্তি—নীরব-ভাষিণী !
সংগূঢ় সৌন্দর্য্য তব,
হেরে প্রাণে অভিনব,

ভাবের উদ্রেকে হৃদি প্রেমস্রোতস্বিনী—
বহিল উজান-স্রোতে প্রেমপ্রবাহিণী।

(২০)

না বিষাদ, না প্রসাদ—একি ভাব তব!
না মলিন, না উজ্জ্বল—বদন নীরব!
বল সতি, কি কারণ,
তোমার বিকৃত মন,
প্রমোদা প্রমদা হেন—একি অসম্ভব!
মুদিত-বদনা হ'য়ে,
ভাবিছ কি ভাব ল'য়ে—
অথবা হৃদয়ে কিছু প্রমাদ-সম্ভব!
কিংবা গাঢ় ঘুমঘোরে,
ভেঙ্গে মাথা গেছে ঘুরে,
তাই কি বিষমাবেগে এই ভাব তব!
কিংবা ভাব-বিপর্য্যয়ে,
ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে,
ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, হৃদয়-বিভব;—
তাই কি তোমার এই ভাব অভিনব!

(২১)

কোমলে কার্কশ্য সতি, একি বিড়ম্বনা!
কৃপেক্ষণ-দানে কেন কার্পণ্য-রটনা!

তোমার নীরব ভাষা,
ব্যক্ত তা'য় ভালবাসা,
সারল্যে কাপট্য—না না—বিরুদ্ধ ভাবনা!
শুনে এ বাঁশীর তান,
ভুলে গেছে তব প্রাণ,
ঘটেছে হৃদয়ে তব ভাববিবর্ত্তনা;—
অশক্ত করিতে ব্যক্ত ভাব-সম্ভাবনা!

( ২২ )

তোমার স্বীকারে—ধ্যানে—তব উদ্বোধন,
চৈতন্য-সঞ্চার তা'য় হয়েছে এখন।
সরলে সুরতবালে,
প্রফুল্ল-কুসুম-মালে,
তব মুখপ্রেক্ষা করি এ বংশীবাদন,
হৃদয়-শ্মশান-শূন্যে,
সৃজেছি তোমারি পুণ্যে,
কুসুম-সমৃদ্ধ দিব্য কুসুম-কানন।
পবিত্র কুসুম-বনে
পবিত্র কুসুমাসনে
তিষ্ঠ সতি, ধরি' দিব্য কুসুম-ভূষণ!
প্রীতিপূর্ণ শুভার্চ্চন করহ গ্রহণ!

( ২৩ )

দূর হ'তে বাঁশী-স্বরে করি' উদ্বোধন—
মিলানু তোমায় সতি, সাদরে এখন!

মধুর বাঁশরীগান,
চমকি' তুলেছে প্রাণ,
প্রেম-গীতে মনে মনে দৃঢ় আকর্ষণ !
অধীর মানস-ক্ষেত্র,
পিপাসী অধীর-নেত্র,
সুতৃপ্ত করিল এবে দোঁহার মিলন !
বাসন্ত মিলনে বিশ্ব আনন্দে মগন ! !

( ২৪ )

এ মধু মধুর রূপ চিত্তবিনোদন।
মধুর পূর্ণিমা তা'য় শশী সুশোভন।
এ মধু পূর্ণিমারূপ,
সুমধুর অপরূপ,
মধুর মধুরতর ভাবের স্ফুরণ ;—
প্রাণানন্দ-নিকেতনে,
শক্তি-শিব-সম্মিলনে,
সাধক-সাধিকা-লীলা-রাগ-প্রকটন।
প্রত্যক্ষ দেবতা মূর্ত্তি,
হেরি' প্রাণ পায় স্ফূর্ত্তি,
জীবন্ত-দেবতা-যুগ্মে আবির-বর্ষণ।
করি' স্নেহে অনুরাগে আনন্দে মগন !

( ২৫ )

শক্তি-শিব-যোগে বিশ্বে রাগ-প্রকটন ;-
সুরাগ-রক্তের দেহে এ পরিক্রমণ !

শক্তির স্বীকারে শিব,
ধারী হ'য়ে ধরে জীব,
স্বকীয়-আধান-স্থিতা শক্তির স্বজন !
নিত্য বিশ্বজীবে হয় লীলাসঙ্কলন !

( ২৬ )

কি যেন স্বপন দেখি জাগিয়া মায়ায় !
প্রচ্ছন্ন-চৈতন্য শক্তি-অঙ্কে মুগ্ধপ্রায় !
মোহিনী মোহন-হার,
দেছে গলে উপহার,
ক্ষণিক দর্শন দিয়ে লুকাল কোথায় ?
হই পুনঃ খুঁজে সারা,
হায় ! পুনঃ দিশে-হারা,
বাঁশরী বাজে না আর ভূতলে লুটায় !
কি মায়া দেখা'য়ে স্মৃতি দূরান্তে লুকায় !

( ২৭ )

যে রাগে রঞ্জিত হায়, হৃদয়-শ্মশান,
প্রেম-রসে এবে তা'য় কুসুম-উদ্যান।
কোথা তা'র অধিষ্ঠাত্রী,
প্রেমময়ী বিশ্বধাত্রী,
চির-অনুরক্ত জনে কেন অভিমান !
হৃদিক্ষেত্রে শূন্যাসন,
সুসজ্জিত অনুক্ষণ,
রয়েছে তোমার তরে কর অধিষ্ঠান।

কল্পনে প্রতিমা তাঁ'র,
বারেক দেখাও আর,
আগ্রহে উৎসুক মন—আকুল পরাণ।
করি তাঁ'য় দরশন,
পরিতৃপ্ত এ নয়ন,
আশা—চাই নিষ্পলক নেত্রে সে বয়ান।
ব'বে হৃদি প্রেম-স্রোত আবার উজান।

( ২৮ )

আঁকিছ কি ভাবি-চিত্র তুমি লো কল্পনে!
হেরি সে অনন্ত ধ্বান্ত অবোধ্য এক্ষণে!
কিবা এক ঘূর্ণি-ঘোরে,
প'ড়ে যেন মাথা ঘুরে'
হয় কি বিষম এক কাণ্ড-সংঘটন!
হৃদয় অভাবে যাঁর
মরু সম ধুধূকার,
বারি বিনা প্রবাহিণী ভীষণা যেমন!
পাত্রের অভাবে স্নেহ,
জীবের অভাবে দেহ,
অস্তিত্ব নাস্তিত্ব তা'র সমান যেমন!
থাকিতে হারাই জ্ঞান হয় এ জীবন!

( ২৯ )

উপাধির ত্যাগ নহে জীবের মরণ!
ধৈর্য্য ধরি, কার্য্য করি, যেমন সাধন!

প্রিয়া-ধ্যানে স্থির-মনে,
কিংবা দেহ-বিসর্জ্জনে,
যে আমি—সে আমি—নহে অন্যথা কথন।
উপাধি-স্বীকার ক'রে,
জ্বালাজ্বলে হৃদি 'পরে,
পুড়ে ছারখার মম হৃদয়-কানন!
জ্বলুক মহতী জ্বালা,
পরিব জ্বালার মালা,
সমুদ্রই সহে হৃদি বাড়ব দাহন!
মহান্ ব্যতীত অন্যে দুঃসহ বেদন!

( ৩০ )

প্রিয়ার বিচ্ছেদ নহে সঙ্গত কথন।
কে পারে করিতে নিত্য-সম্বন্ধচ্ছেদন।
যেই মম দুঃখে দুঃখী,
অশ্রু হেরে অশ্রুমুখী,
কেন বৃথা প্রহেলিকা-প্রমুগ্ধ-নয়ন!
মায়াময় উপাধান-
গ্রহণে এ মোহাধান,
অচৈতন্য-আচ্ছাদিত নেত্র—সম্মোহন!
তাই তা'য় মনে ভাবি' বিচ্ছেদ-ঘটন।

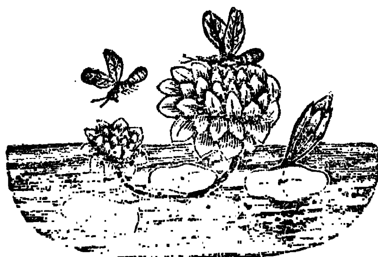
( ৩১ )

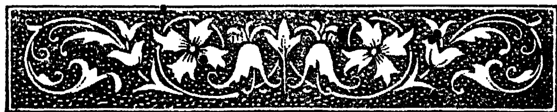
অলীক সে বিচ্ছেদের করি বিসর্জ্জন—
প্রণয়-প্রতিষ্ঠা তরে—সন্দেহ-বর্জ্জন!

সরলে সুরতবালা,
নিবাও হৃদয়-জ্বালা,
বিরাজ হৃদয়-ক্ষেত্রে লহ হৃদাসন !
লহ দিব্য সুকোমল কুসুম-আসন !

( ৩২ )

যখনি তোমায় বালে, করি আবাহন,—
তখনি হৃদয়াসন করহ গ্রহণ !
হৃদি যত ধরে আশা,
তব তত ভালবাসা,
জানি আমি তোমা সনে নিত্য এ মিলন !
সম্ভব—পশুর দেহে আত্মার বন্ধন ! !





# তৃতীয় সর্গ।

( বাসন্তীলীলা—সৃষ্টি—কুমারসম্ভব। )

মধুমাস—দ্বিতীয় প্রহর।

কর্ম্মযোগ।

"কর্ম্মণা কর্ম্মসন্ন্যাসাদ্‌ধ্রুবি কর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ।
অতো বৈ প্রকৃতির্নিত্যং বিষীদতি প্রসীদতি॥"

রাগিণী সারঙ্গ—তাল আড়াঠেকা।

প্রখর কিরণে রাজে যৌবন-তেজে তপন।
নভঃকেন্দ্রে থাকি' করে প্রতাপ-পরিচালন॥

উজ্জ্বলতর,
প্রবল সহস্রকর,
কমল-অভয়-বর-বিভূতি-জ্ঞান-ধারণ।
সমস্ত জগত-পতি
কর্ম্মধাতা স্থিরমতি,
কি প্রমোদে সুসজ্জিত মাণিক্য-শিরোভূষণ।

সংজ্ঞা সতী অঙ্কে ধরি'
ছায়া সনে লুকাচুরি,
খেলিয়া শিখান বিশ্বে নিত্য প্রেম-আলিঙ্গন।
নিত্যে নিত্য সম্মিলন,
ছায়া সনে আলাপন,
নিত্যানিত্যে যুগপৎ স্বজনে পরিস্বজন।
এ প্রেমে প্রীতির হার,
বিনিময় অনিবার,
খেলে তা'য় নেত্রে জ্যোতিঃ তীব্র নেত্র-সন্তাপন
জগৎ প্রসূত যা'য়,
জগৎ রক্ষিত তা'য়,
গুণিণী শক্তির যোগে অশেষ-গুণ-ভূষণ।
বিশ্ব-প্রসবিতা রবি,
ব্যক্তাব্যক্ত প্রেমচ্ছবি,
সৃষ্টিতে সবিতৃ-লীলা পারব্যক্ত অনুক্ষণ!

(১)

আহা কি মোহন ছবি স্মৃতির অঙ্কন।
প্রাণানন্দ-নিকেতন—প্রেম-নিকেতন।
প্রমোদে প্রসাদে ভোর,
কি এক ভাবের ঘোর,
কি এক মোহিনী খেলা চলে অনুক্ষণ।
কে অই প্রসন্ন মুখে,
হাসিছে মনের সুখে,
হাসিয়া হাসায় বিশ্ব—আনন্দ-[illegible]

পূর্ণিমা-প্রমোদ-স্রোত,
চলেছে যে ওতঃপ্রোত,
সে স্রোতের অবিরাম প্রবাহে জীবন—
ঢালিয়ে চলিতে কেবা উদ্যতা এখন!

(২)

অহো!
প্রথম দর্শনে মম হৃদয়-আসন,
করেছে যে প্রেমরাগে সাদরে গ্রহণ।
নেত্রে নেত্রে শুভ মেলা,
মানসে মানসে খেলা,
অধরে প্রেমের হাসি ফুটে অনুক্ষণ।
হৃৎতন্ত্রী কি রাগে হেন,
মাতায় পরাণ যেন,
মনের নীরব গানে মনঃসম্মোহন!
সে মধুর ভাব নিত্য মন উন্মাদন!!

(৩)

মনোলীন ভাব মনে অন্তর্হিত ক্ষণে।
হরষ বিষাদ দোঁহে রত আলিঙ্গনে।
সেই আমি, সেই তুমি,
সেই এই কর্ম্ম-ভূমি,
সেই সব আছে সতি, আনন্দ-সদনে!

সেই স্নেহ, সেই প্রেম,
সেই দেহ, সেই হেম,
আছে সব—নাহি প্রাণ পাই অন্বেষণে !
দূর হ'তে দূরতর,
ব্যবধান নিরন্তর,
ধরিতে প্রসারি কর—না পাই স্পর্শনে !
নয়ন লোলুপ সদা ওরূপ দর্শনে ! !

(৪)

অহো—ভীষণ-তরঙ্গময়ী নদী ব্যবধান !
নয়নে নয়নে প্রীতি তর্পণ-বিধান।
তোমার মিলনে প্রাণ,
অনুক্ষণ ধাবমান,
উত্তাল-তরঙ্গ-নাদে করিছে তর্জ্জন !
তব মুখ নিরীক্ষণে,
স্নেহ সদা জাগে মনে,
প্রেমাশ্রু-সুধায় জাগে কি শক্তি এখন !
তব আশা যথা ভায় !
তুচ্ছ বিভীষিকা তা'য় !
কি এক আবেগে ইথে জীবন-বর্জ্জন,—
উভয় সঙ্কটে শ্রেয়ঃ—প্রশস্ত এখন !

(৫)

সুখলিপ্সা একান্তই লক্ষ্য নিরন্তর !
সুখ তরে কর্ম্মস্রোতোময় চরাচর !

সবাই সুখের তরে,
পর-মুখপ্রেক্ষা করে,
আপনা নির্ভরে সুখী নহে কোন নর!
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর,
সুখ তরে নিরন্তর,
অপরের যোগ'পরে করেন নির্ভর!
সতী সনে সদানন্দ,
সতী বিনা নিরানন্দ,
উন্মত্ত তাণ্ডবরত শিব দিগম্বর!
প্রসাদে বিষাদ! সুখে দুঃখ নিরন্তর!

(৬)

পর-মুখ-প্রেক্ষা নিত্য দুঃখের নিদান!
নিত্য পর-হস্তে কিন্তু সুখের বিধান!
হৃদয়-আসনে রাখি,
যে প্রতিমা দেখে সুখী,
অধিক সুখের আশে—নৈরাশ্যের গান।
প্রেমে অনুরাগে স্মরি,
রহসি অর্চ্চনা করি,
পূজায় চরম বলি—শুদ্ধ আত্মদান!
বাসনার সঙ্গে খেলা,
বিচিত্র ভাবের মেলা,

বিপুল বিস্তৃত ইথে হেরি পূর্ণ প্রাণ !
হৃদয়-নিলয় এবে দিব্য জ্যোতিষ্মান্ !

(৭)

জ্যোতির্ম্ময় হৃদি ক্ষেত্রে প্রসাদ-মন্দিরে—
বিরাজ মোহিনী কে গো উজ্জ্বল শরীরে !
আলোকে আলোক রাজে,
বিশ্ববিমোহিনী সাজে,
লাবণ্যে উজলে দিক্ এবে ধীরে ধীরে ।
মুখে মৃদু মৃদু হাস,
নয়নে নীরব ভাষ,
যেন কি স্বর্গীয়-ভাবে চাহ ফিরে ফিরে !
ভাসিয়ে ভাসাও মোরে প্রেম-অশ্রু-নীরে ! !

(৮)

সে সতী মূরতি হেরি কি ভাবে না জানি,—
নয়নে পলক নাই—চাহি মুখখানি !
কি আজ দিলেন বিধি,
হেরে এই হারা-নিধি,
শূন্য দেহে প্রাণ পেয়ে জাগিল পরাণী !
হৃদয়-কাননে রাজে,
ফুটি প্রেম ফুলসাজে,
সৌরভে মোহিত-ভাবে আত্মহারা মানি !—
অভ্রান্ত—সরল সত্য—মনে প্রাণে জানি !

(৯)

প্রসক্তি-বর্দ্ধনে কাম দগ্ধ তেজে যাঁ'র !
সৃষ্টি তরে তাঁ'র এই শক্তির স্বীকার !
রহি' রহোনিকেতনে,
বসি' সুরচিতাসনে,
প্রেমরাগে গৌরীহর করেন বিহার !
স্মিতাননে সুধাহাস,
বদনে অমৃত ভাষ,
অপরূপ ভাবে মুগ্ধ অখিল-সংসার !
চাহি তাঁ'য় স্নেহভরে,
সাদরে ধরিয়া করে,
কনক-বলয় মম কবচে তাঁহার !
পরাইয়া দিনু—তা'য় কবচালঙ্কার ! !
পরিতৃপ্ত বাঞ্ছা তা'য়
বিশ্ব যেন ভ্রম প্রায়,
উদ্বেল হইল ইথে সাগর সুধার !
সুধার সাগরে মগ্ন জগৎ-সংসার ! !

( ১০ )

কি ভাবে বিভোর হেন মত্ত মম মন !
কি টানে রাখি গো তাঁ'র নয়নে নয়ন !
গলে বাহুলতা-পাশ,
নয়নে নীরব ভাষ,
কি দিব্য প্রেমের রাগে ঢল ঢল মন !

করে কর কম্পমান,
যেন দোঁহে মুহ্যমান,
কি এক বিষম গতি অন্তরে এখন
আলেখ্য-অঙ্কিত প্রায়,
চেতনা নাহিক হায়,
নয়নে আঁধার—তা'য় অশক্ত দর্শন!
অন্তরে আলোক-মালা—অন্ধ এ নয়ন!!

( ১১ )

অলসে অবশ-অঙ্গ উভয়ে এখন,—
চলেছে কি খেলা মনে—যেন বা স্বপন!
মন্দিরের অন্তরালে,
চন্দ্রমা চন্দ্রিকা-জালে,
আবরি' দম্পতি-প্রীতি করে নিরীক্ষণ।
হৃদয়-মুকুল-ফুলে,
হর্ষে পড়ে হেলে দুলে,
নাচায় পুষ্পিতা লতা হর্ষে সমীরণ।
এ প্রমোদে প্রমোদিনী,
উথলিয়া স্রোতস্বিনী,
কি সুস্বরে প্রেম-ভরে মাতায় জীবন।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে বয় যমুনা যেমন!

( ১২ )

যাঁ'র কোপানলে ভস্ম দুর্নিবার মার;—
এ যোগে উৎপন্ন তা'য় 'কুমার—কুমার!

পবিত্র প্রণয়-বশে,
ভাসি সুখ-শান্তিরসে,
কুমার-সম্ভবে কেন বিষম বিকার!
কেন মাতোয়ারা-বেশ,
হেন আলু-থালু-কেশ,
কেন গো বিহ্বলা ক্ষিপ্তা—বিচালিত মন!
মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রহি—না জানি কেমন!

( ১৩ )

অহো কি বিষম ব্যথা লেগেছে পরাণে!
পাগলিনী চেয়ে আছে কেন পতি পানে!
হারায়েছে মন তা'র,
নেত্রে দৃষ্টি নাহি আর,
বিহ্বলা কাতরা কেন নষ্ট অভিমানে—
করাল কালের গ্রাসে চাহি ক্ষুণ্নপ্রাণে!

( ১৪ )

একি এ মত্ততা কিংবা মন্ত্র-অভিচার!
কিংবা এক অবসাদ—কি এক বিকার!
আলস্য জৃম্ভণ তায়,
অনিদ্র নিদ্রিত প্রায়,
কি যেন দেখিতে পাই স্বপন-আকার!
সুখাব্ধিতে শোকানল,
সপ্ত-জিহ্ব হলাহল,

উগরি' করেছে তাঁ'য় এ মনোবিকার!
সুখসিন্ধু হয় ইথে শোক-পারাবার!!

( ১৫ )

অহো কি বিষম ভ্রম-বিজড়িত-মনে,
জীবন-বল্লকী ছিন্ন-তন্ত্রী কি কুক্ষণে!
মত্ততা না মোহ ভ্রম,
বুঝি না কি উপক্রম,
কি বিচিত্র পরিণাম হেরিনু নয়নে—
হেমবর্ণা যোগেশ্বরী,
কিংবা ভীমা দিগম্বরী,
বহুরূপা মহীয়সী শক্তির দর্শনে—
হেরি কি বিষমরূপা জাগ্রত স্বপনে!

( ১৬ )

কুমার-বিচ্ছেদ-শোকে এ দশা তোমার,—
হয়েছ উন্মত্তা ক্ষিপ্তা ভুলি এ সংসার!
যে বিষ্ণু পবন হয়,
রক্ষা-হেতু বিশ্বময়,
তাঁ'রই প্রকোপে হয় জগত-সংহার!
পবন জীবনাশ্রয়,
পবনে জীবন-লয়,
পবন-আশ্রয়ে সতি, এ ঘোর বিকার!
অভাবে চেতনা-রক্ষা—মোহ কি সংহার!!

(১৭)

না হেরি স্নেহের মূর্ত্তি কর হাহাকার!
হা কৃষ্ণ! হা ফণি! কোথা স্নেহের কুমার!
পবন আকুল তা'য়,
শোকে শোক-গীতি গায়,
শোক-ভরে এ সংসার—শোকের আগার।
চামেলী যূথিকা-বেলা,
মল্লিকা মালতী মেলা,
বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হ'য়ে রহে চারিধার!
অবিরাম শোকবেগে বিষণ্ণ সংসার!

(১৮)

চরণ-বিন্যাসে নিত্য হরিতে এ মন!
কেন পদভরে কাঁপে ভুবন—ভবন!
হুঙ্কারে বিদরে ব্যোম,
বিচলিত সূর্য্য সোম,
উজ্জ্বল-নয়নে খেলে দীপ্ত হুতাশন!
ঘোর ঘট্ট অট্ট হাস,
কিবা-শক্তি-সুপ্রকাশ,
প্রলয়-সাগরে যেন তরঙ্গ ভীষণ!
মন্দিরে একান্ত দেশে,
ব'সে আলু-থালু-কেশে,
কি চিন্তা আবেগে এবে বিষণ্ণ বদন!
চাহি সে মুখের পানে উদাস নয়ন!!

(১৯)

অয়ি সতি, উন্মাদিনী মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী ;
চাহিতে ওমুখ পানে সদা শঙ্কা করি !
হায় সতি, বিষাদিনী,
শোক-ভরে উন্মাদিনী,
সম্বর এ ভীমা মূর্ত্তি সম্বর সম্বর !
হৃদয় শ্মশান যবে,
এলোকেশী-বেশে তবে,
নেচেছিলে—দেখেছিনু—তুমি শুভঙ্করী !
ভয় পাই—হেন মূর্ত্তি সম্বর সুন্দরি ! !

(২০)

হা ফণি ! হা বিষধর ! নির্দ্দয় নন্দন !
স্তন্য-পানে দিলি গায় গরল ভীষণ !
জীর্ণা সে সে হলাহলে,
ভাসে তাই নেত্র-জলে,
ওরি তরে জরাজীর্ণ আমার জীবন !
দুর্ব্বহ জীবন-ভার,
বহিতে না পারি আর,
ভাঙ্গিল ভাঙ্গিল তাই সুখের সদন !
নির্ব্বাপিত করি বিসে বিষের জ্বলন ! !

(২১)

অহো সতি ! একি হেরি ও করে তোমার !
কি ভীষণ অসি !—কেন চাহ চারি ধার !

হৃদয়-কুসুম-বন,
কর এবে উৎপাটন,
শ্মশান করিয়ে কর জগত-সংহার!
চাহি না তিলেক সুখ,
তীক্ষ্ণ-ধার অসি-মুখ,
বক্ষোবেধ কর কেন!
কর ছেদ—নির্ব্বাপণ হ'ক্ যন্ত্রণার!
তোমার সংহার-মূর্ত্তি মনোজ্ঞা আমার!!

(২২)

অহো কি গরজে ঘন বিদরে গগন,—
এ কি এ প্রলয়-ধ্বনি—মৃদঙ্গ-ধ্বনন!
অনন্ত এ নিদ্রা-অঙ্কে,
অনন্ত এ মোহাতঙ্কে,
অনন্ত শয্যায় এবে করি গে শয়ন।
কেঁদ না গো শক্তিমতি,
কাঁদিব না আমি সতি,
নিষ্ফল ক্রন্দনে আর কিবা প্রয়োজন!
নীরবে মিলায়ে যা'ক্ সাধের স্বপন!!

(২৩)

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কর তীক্ষ্ণ বিষময়,—
তীব্র জ্বালা তা'য়—হয় ভীতির উদয়!

প্রশান্ত অনন্ত ধ্বান্ত,
শান্ত ক'রে যত ক্লান্ত,
তমস্বিনী যামিনীই মম সুখাশ্রয় !
আঁধারে নিদ্রার সুখে,
ভুলিব শোকের মুখে,
নীরব নিস্তব্ধ বিশ্ব হ'বে শান্তিময় !
অশক্তা সে শান্তি-ভঙ্গে বৃষ্টি-ঝঞ্ঝাভয় ! !

( ২৪ )

একান্তে দাঁড়ায়ে সতি কি ভাবিছ মনে ;-
কি বিচার কি বিতর্ক কর ক্ষণে ক্ষণে !
বলি জীবহত্যা নয়,
পুণ্যে পাপ নাহি রয়,
সাধ কর্ম্ম, ত্যজ ভয়, রাখ আর্ত্তজনে !
সেই প্রেম নিত্য ভাল,
অবিক্রিয় চিরকাল,
অনন্ত জীবন পা'ক্ সে প্রেমিক জনে !
অনিত্য প্রেমের তরে,
যে যন্ত্রণা হৃদি ধরে'
হতাশ—হতাশ—চাই নিত্য-প্রেম-ধন !
বৃথা আশা সুনিশ্চয়,
সে প্রেম পাবার নয়,
এ দেহ-পিঞ্জরে কেন পাখীর বন্ধন !

এ পিঞ্জর ভেঙ্গে থা'ক্,
প্রাণপাখী উড়ে যা'ক্,
পুড়ে হ'ক্ ছাঁরখার পিঞ্জর এখন !
হলাহল জ্বালা-মালা,
নিত্য সহি বেধ-জ্বালা,
তাই বক্ষে অসি-বেধে জ্বলি অনুক্ষণ !
সহি প্রসারিয়ে বক্ষঃ—বেধের জ্বলন ! !

( ২৫ )

কেন মুহ্যমানা সতি ! নিষ্পন্দা এখন !
কি ভাবে বিভোরা—কর বিশ্বনিরীক্ষণ।
কায়মনোবাক্যে জানি,
তোমাগত প্রাণ মানি,
করেছি তোমায় এই আত্ম-উৎসৃজন !
বেধ-ভেদ-জ্বালা যত,
জ্বলুক না অবিরত,
শঙ্কা—পাছে তব হৃদে তা'র সংক্রমণ !
ঘুচা'য়ে সকল জ্বালা,
মুণ্ডগ্রহে মুণ্ডমালা,
পরেছ আদরে করি' কণ্ঠের ভূষণ !
ছেদবিধি ভাল জান,
মুণ্ডগ্রহে সুপ্রমাণ,
পশুবন্ধচ্ছেদ—বলি—মুক্তির কারণ !

কেন বেধ-জ্বালা জ্বাল,
বেধ চেয়ে ছেদ ভাল,
অসিঘাতে শিরশ্ছেদে—নির্ব্বাণ-সাধন।
ধর ধর উত্তমাঙ্গ,
পড়ে থাক্ অধমাঙ্গ,
এ ভগ্ন পিঞ্জরে হ'ক পাখীর মোচন!
উড়ে গেলে প্রাণ-পাখী,
কি হ'বে পিঞ্জর রাখি,
অগ্নিদাহে ভস্ম হ'ক স্মৃতি-বিলোপন!
তাই বলি, বেধ-ভেদ—
হ'তে ভাল শিরশ্ছেদ,
প্রসারিয়া স্কন্ধ তাই আছি অনুক্ষণ!
পড়ুক নিশিত অসি পড়ুক এখন!!

( ২৬ )

( অহো! ) হ'ল না—হ'ল না—মম আশার পুরণ!
লুকাল প্রেয়সী মূর্ত্তি করি সম্বরণ!
কেন গো কল্পনারাণি!
ভবিষ্যৎ-চিত্রখানি,
আঁকি কি জাগাও মোরে করি প্রদর্শন!
এ জীবনে আমি আর,
পাব না সে প্রেমাধার,
পাসরি কেমনে সেই প্রেমফুল্লানন!

অসম্পূর্ণ এ ভুবন,
অসম্পূর্ণ এ জীবন,
অসম্পূর্ণ রবে সব—আশা অপূরণ।
মন-আশা মনে লয়—ভাবি-প্রকটন।

( ২৭ )

হেমরমা হীনকামা বিলাস-বর্দ্ধনে,—
নিষিদ্ধ আচার-রতা অভাব-পোষণে!
বলয়-নূপুর-দ্বয়,—
হরণে বিষাদোদয়,
অনন্ত-বিষাদ-স্রোতে প্রাণানন্দ-ক্ষয়।
প্রাণানন্দ-নিকেতন,
যেন রে বিজন বন,
তাই সতি, করেছ কি একান্ত-আশ্রয়।
দেখিতে দেখিতে কেন,
হ'ল পরিণাম হেন,
পূর্ণা শক্তি শক্তিহীনা হ'ল কি কারণে!
চিরতরে বিসর্জ্জন শান্তির এক্ষণে!!

( ২৮ )

আমার সংসারে সতী শান্তি-বিধায়িনী!
অশক্তা কেন সে শক্তি-রূপা সীমন্তিনী!
কি শোকে আকীর্ণ গেহ,
কি বিষে বিশীর্ণ দেহ,
কেন আজ অচেতনা আনন্দ-দায়িনী!

আঁধারে ঢালিয়া অঙ্গ,
করিতেছ এ কি রঙ্গ,
অথবা এ মর্ত্ত্য সঙ্গ ত্যজেছ রঙ্গিণী!
ত্যজিলে জনম মত জীবন-সঙ্গিনী!

( ২৯ )

অন্তর কাঁদিয়া উঠে—কি শোক-নিদান!
স্তব্ধা শক্তি—আনন্দের তা'য় অবসান!
সুখের স্বপন যেন,
চকিতে ফুরা'ল হেন,
মনে হয় হ'ল অঙ্ক-নিধি-অন্তর্দ্ধান!
ঘিরিয়ে স্বজনগণে,
ভাবিছে আপন-মনে,
শ্রবণে শুনায় বায়ু কি শোকের গান!
হা সতি! কেমনে তুমি,
ত্যজিলে এ কর্ম্ম-ভুমি
প্রতিশ্রুত কর্ম্ম নাহি করি' সমাধান
জীবনের কুপ্রভাতে,
এ কঠোর বজ্রাঘাতে,
হৃদয়-মন্দির হ'ল ভগ্ন—খান-খান!
বিষাদ-আশ্রয়—ঘোর শ্মশান—শ্মশান!!

( ৩০ )

সুন্দর হৃদয় ল'য়ে সুন্দরি ললনে!
সংসারের সুখ-তারা নিব কি কারণে!

হা সতি ! কোথায় যাও,
বারেক ফিরিয়া চাও,
প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ রাখি' যাওগো কেমনে !
প্রফুল্ল প্রসূন যেন,
সুকুমার মন হেন,
কঠোর কালের বশে ঝরে অল্পক্ষণে !
সহিতে অশক্ত—তীক্ষ্ণ-শিশির-পতনে !!

( ৩১ )

হঠাৎ চাহিলে সতি, ক্ষণেক্ষণে যাই,—
অমনি পাইনু দেহে নব প্রাণ তাই !
অপরূপ রূপ তব,
হেরি যেন অভিনব,
বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে তব মুখ চাই !
নীরব-সম্ভাষে মন বিভোর সদাই !

( ৩২ )

তব প্রাণ পেয়ে সতি, কি হর্ষে মগন !
প্রাণানন্দ-নিকেতন সার্থক এখন !
হেরি' দিব্যরূপ তব,
ভুলিনু বিষাদ সব,
হাসে পুরবাসিগণ,—হাসে ত্রিভুবন !
সবার আনন্দে প্রেমে অশ্রু-বিসর্জ্জন !!



# চতুর্থ সর্গ

## ( কর্ম্মাবসান। )

মহাবিষুবসংক্রান্তি—তৃতীয় প্রহর।

জ্ঞানোন্মেষ।

পতিসুখমনুভূয় প্রেমগাম্ভীর্য্যধৈর্য্য-
মনুভবতি বিধায় স্বজনী প্রেমসীবাম্।
নিজগুরুগৃহকর্ম্মাচারবৃত্তিঃ প্রবৃত্তা
সুমতিমিহমুনাদ্যৈঃ স্নেহযোগৈর্বিধেহি॥

রাগিণী মূলতান,—তাল আড়াঠেকা

কেন সুদীন তপন, কেন ঘন আচ্ছাদন!
কেন হেন খর-কর ক্ষীণ-কর হ'ন!
গগনে বিমান ভরে,
প্রকৃতির শির' পরে,
আরূঢ় যে, দিবাকর সুস্থির-কিরণ!
নবীন-নীরদ-জাল,
ঢাকিল কিরণ-জাল,
মলিন হইল তা'য় প্রকৃতি-বদন।

মলিন এ দিনমণি,
মলিন সে সংজ্ঞা ধনী,
মলিন তাহাতে সব হৃদি-নিকেতন।
দুর্দ্দিনে স্বকক্ষে বসি,
বিষাদ-আঁধারে পশি,
আঁধার হইল দিক্ আঁধার ভুবন।
ধ্বান্তময় ধরাতলে,
কি বিষম জ্বালা জ্বলে,!
তা' হেরি জ্বলিল,—ভস্ম হৃদয়-সদন!

( ১ )

দুর্দ্দিনে দুর্ভোগ—ঝঞ্ঝা—প্রবল এখন।
মলিন হৃদয়াকাশ সুরাগ-রঞ্জন!
বায়ু সত্ত্বগুণাশ্রয়ে;
যাইত আপনি ব'য়ে,
না জানি কেন বা তা'র এ পরিবর্ত্তন!
প্রবল পবন প্রভু,
যে ভাবে বহেনি কভু,
হেন ক্ষিপ্ত-ভাবে কেন করে বিচরণ।
দুর্দ্দৈব জলদ-জাল,
ছায় নভঃ সুবিশাল,
উদ্বেল জলধি তুলে তরঙ্গ ভীষণ।
তরঙ্গ ভীষণ ঘোর,
ব্যাপিল দিগন্ত ওর,

প্লাবিত হইল তা'য় হৃদি রঙ্গাঙ্গন।
মেঘাচ্ছন্ন এ দুর্দ্দিনে দুর্ভোগ—কেমন !

(২)

কি এক প্রলয়-দৃশ্যে ব্যাপ্ত এ ভুবন ;—
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড ভীষণ-দর্শন !
আছে বিশ্ব ক্ষীণ যেন,
সলিল-নিলীন হেন,
মোহিনী প্রকৃতি ভীমা—বিশ্ব সুভীষণ !
কি এক গম্ভীরাকার,
জলময় চারিধার,
প্রলয়-পয়োধি-গ্রাসে গ্রস্ত বিশ্বজন !
পদে পৃথ্বী জলময়,
শিরে ব্যোম মেঘময়,
মেশামেশি করি' করে স্বজনে স্বজন !
প্রকৃতি গম্ভীরাননা,
লুক্কায়িতা দিগঙ্গনা,
চাহিতে চাহে না চক্ষু মুদিত এখন।
সম্মুখে অভাবে ভাবে গাঢ় আলিঙ্গন !

(৩)

অভ্যুদিত রবিচ্ছবি জাগে মনে মনে,
প্রাবল্যে বিলয় ক'রি যেন কি স্বপনে !

প্রখরা প্রকৃতি ধনী,
শিরে ল'য়ে সূর্য্যমণি,
পরিয়ে কিরণ-মালা হাসিত যেমনে—
গম্ভীর-বদন-ভার,
লুকায়েছে হাসি তা'র,
কি এক দুর্দ্দৈব যোগ ঘটেছে এক্ষণে!
দুর্দ্দিনে তড়িত-রাশি,
কালের করাল হাসি,
প্রলয়-পিণাক নাদে ভীষণ-গর্জ্জনে!
ভয়ে ভব ত্রাহি ত্রাহি,
এ দুর্দ্দিনে পাহি পাহি,
রক্ষ গো প্রকৃতি-সতি রক্ষ কৃপেক্ষণে!
এ বিশ্বগ্রাসিনী মূর্ত্তি হেরি ভীত-মনে!!

( ৪ )

কোথা শান্তিময়ি সতি, মানস-মোহিনী!
হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী মম আনন্দ-রূপিণী!
যেরূপে নয়ন মন,
ভুলাইতে অনুক্ষণ,
শক্তিরূপে শব-দেহে শক্তি-সঞ্চারিণী!
সেইরূপে এস দেবি, কর্ম্মবিধায়িনী!

( ৫ )

কৃষ্ণ-কাদম্বিনী-কোলে দীপ্তা সৌদামিনী!
লুকাইয়া উঁকি মার কে তুমি মোহিনি!

নবীন-নীরদ-কোলে,
কনক-বিমান দোলে,
তাহে দিব্যমূর্ত্তি হাসে দৃষ্টি-সন্তাপিনী !
ক্ষণে দৃষ্টি সন্তাপিয়া,
পশিল কোথায় গিয়া,
কি খেলা খেলাও এবে সুরতরঙ্গিণী !
ধ্বান্তময় ধরাতলে,
কি বিষম জ্বালা জ্বলে,
জ্ব'লে জ্ব'লে আছি বেঁচে জীবন-রূপিণী !
তব কৃপা-লাভ-আশে এ দীন-যামিনী !!

( ৬ )

আহা দৃষ্টি-সন্তাপিকা ক্ষণপ্রভা ক্ষণে,
দোলায় তোমায় সতি, হেরিনু নয়নে !
বায়ু বয় সর-সরে,
জল ঝরে ঝর-ঝরে,
তা'র সনে ঝরে নেত্র তব অদর্শনে !
চঞ্চলা চপলা বালা,
লয়ে অনলের মালা,
পরা'তে কাহারে চাহে কর-প্রসারণে,—
কিংবা ল'য়ে জ্যোতির্ম্মালা,
দুর্দ্দিনে সুরতবালা,

এ অধম-গলে দিতে চাহ সযতনে।
এ দুর্দ্দিনে এ অধমে ভালবাস মনে !!

( ৭ )

মম দুঃখে স্থির স্তব্ধ এবে সমীরণ
তুমি সতি, বুঝিলে না মরম-বেদন !
হা সতি, পার্ব্বতি, তুমি,
জলে লীন, হৃদি ভূমি,
সর্ব্বদা বিষাদ হেরি সরেছ এখন।
মানিনি, কি অভিমানে,
কেমন কঠিন-প্রাণে,
ভুলেছ পাইয়া নিত্য-সুখ-নিকেতন।
ভুলেছ সে ভালবাসা সে সুখ-মিলন !!

( ৮ )

প্রাণানন্দ-নিকেতন বিষাদ-নিলয় !
দুর্দ্দৈব-পীড়নে পুনঃ নিত্য ভীতিময় !
অয়ি শক্তিময়ি সতি,
নিত্য তুমি ভাগ্যবতী,
অভাগার গৃহে তুমি শান্তির আশ্রয় !
দেখা যদি পাই তব,
প্রাণ পাই অভিনব,
অভিনব বল প্রাণে স্বতঃ উপজয়
ভাগ্যবতী অভাগার তরে সৃষ্টা নয় !!

( ৯ )

আসিয়াছ সুলোচনে পার্ব্বতি, আমার !
বল সতি, বল বল কুশল তোমার !
এসেছ সুরতবালে,
প্রণয়-প্রসূন-মালে,
আকুল হেরিয়ে মোরে এসেছ আবার।
তোমার অপাঙ্গেক্ষণে,
শূন্য হৃদি রঙ্গাঙ্গনে,
বহে পুনঃ সুধাস্রোতঃ নিত্য শতধার।
দুর্ভাগ্য-বিজয়ে কর শক্তির সঞ্চার ॥

( ১০ )

জড় প্রায় কেন আর ধ্যানে নিমগন।
প্রত্যক্ষ শক্তির যোগে নবীন জীবন !
প্রেম-প্রবাহিনী-তীর,
শক্তি সনে স্থির ধীর,
ধ্যেয়-লাভে ধ্যান-ভঙ্গ হইল এখন।
আলস্য ঘুচিল তাই,
কা'রেও কটাক্ষ নাই,
উপেক্ষা দুর্দ্দৈবে—সুখে উপেক্ষা তেমন !
ভূ আসন, শিরঃ ব্যোম,
তুচ্ছ গ্রহ সূর্য্য সোম,
উপেক্ষা অনিত্য-বিশ্বে তাই অনুক্ষণ !
জগত জগত বলি উপেক্ষা এমন ! !

( ১১ )

প্রেম-প্রবাহিণী-তীরে সতী-আলিঙ্গনে—
শক্তি লভি'শক্ত—সহি দুর্ভাগ্য-তাড়নে।
পাইয়া ধ্যানের ধন,
নব-প্রাণে অনুক্ষণ,
দৃক্‌পাত নাই আর ত্রিতাপ-জ্বলনে।
সতীজ্যোতিঃ সিতকর,
এবে তায় দীপ্ত ঘর,
সতী-দ্যুতি ব্যাপি' করে উজ্জ্বল ভুবন।—
কমলার মনোলোভা,
ঐশ্বর্য্যের দিব্য শোভা,
লজ্জিত হেরি সে দিব্য-প্রভা অতুলন।
শক্তি-সঞ্জীবন জ্যোতিঃ—নয়ন-রঞ্জন॥

( ১২ )

মধুর মধুর তব রূপ মনোহর!
মর্ত্ত্যমরুস্থলী তা'য় শ্যামল সুন্দর!
তোমার অপাঙ্গেক্ষণে,
খেলে হর্ষ মনে মনে,
ঘুচায় তৃষিত-তৃষ্ণা তব সুধা-স্বরে!
নিভৃত হৃদয়াসনে,
রাখি' তোমা সযতনে,
আঁখি ভ'রে হেরি' সুখী—অন্তরে কাতর!
লজ্জা ভয় নাই—চাই তোমা নিরন্তর!

( ১৩ )

জ্যোতির্ম্ময়ী মনোহরী মূর্ত্তি বিমোহনী,—
সদা যা'য়—গৃহ মম আনন্দের খনি!
কেমন সানন্দমনে,
কুমারী-কুমার-গণে,
হাসে খেলে কোলাহলে বেড়ি তোমা ধনি!
কত জ্বালা সহি' পরে,
অন্ন আহরণ ক'রে,
আনন্দ-প্রতিমা হেরি' ক্লেশ নাহি গণি!
মরুময় মর্ত্ত্যতলে,
গৃহ-সরঃ-শতদলে,
মধুপানে মত্ত—তা'য় সুখের অবনী!
ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় দূর,
হর্ষে হৃদি ভোরপূর,
নয়ন পরাণ ভ'রে—সতি গৃহমণি,—
তোমার সহাস্য আস্যে গৃহ সুখখনি!

( ১৪ )

প্রাণানন্দ-নিকেতনে আনন্দ-রূপিণী,—
কি কৌতুকে মাতি' সতী নিত্য কুতুকিনী!
সংসার-মন্দিরে তব,
হয় নিত্য নবোৎসব,
আনন্দে বিহ্বল চাই—বিশ্ববিকাশিনী!

কে তুমি চিনিতে চাই,
কি মোহে ভুলিয়ে যাই,
সদাই সম্মুখে হেরি স্বয়ম্প্রকাশিনী,
যখন যা জাগে মনে,
ডাকি সেই সম্বোধনে,
তা'তেই তুমিও সতী চাহ সুহাসিনী!
কি মোহের ঘোর—তোমা চিনিতে পারিনি!

( ১৫ )

রহস্যে বিরাজমানা—রহস্যে মগনা!
তোমার রহস্যভেদে কেন এ বাসনা!
রহস্য বিশ্বের প্রাণ,
রহস্যই স্ফূর্ত্তিমান্,
সংসার রহস্যময়—রহস্যে সাধনা!
যদি ভালবাস মনে,
চাহ এ অধম জনে,
পূরাও এ প্রেমাধীন জনের কামনা!
কে তুমি মহতী সতী,
শান্তিময়ী মহামতি,
অনন্ত রহস্যময়ী মোহিনী ললনা!
তব তত্ত্ব-লাভ তরে,
নিত্য আরাধনা ক'রে,

নিয়ত নিরত ধ্যানে—তোমার ধারণা—
প্রমত্ত করিয়া রাখে ভুলায় ভাবনা !

( ১৬ )

প্রকৃতি বিকৃতিময়ী স্বভাবে অভাব,
পুরুষ পরুষমনাঃ বিষম স্বভাব !
পাষাণে প্রসূন ফুটে,
পাষাণে সরিৎ ছুটে,
কোমল-কঠোর-প্রীতি অনন্ত-প্রভাব !
সুখশান্তি সমবেত,
ঐশ্বর্য্য বিভব এত,
কোমলা অভাবে হেরি সবে ব্যর্থভাব !
সুধীর সমীর সনে,
প্রাণ-বায়ু সম্মিলনে,
দেখায়েছ তিরোভাব পুনরাবির্ভাব !
কত হাসি কাঁদি হেরি সেই ভাবাভাব !

( ১৭ )

অধরে ধরে না হাসি কি ভাবে ভাবিনি !—
ফুল্ল আর্দ্র নেত্রে কেন চাহলো মোহিনি !
তব মুখ-চন্দ্র চুমি,
হর্ষে তুচ্ছ স্বর্গ-ভূমি,
পাষাণ-হৃদয়ে বহে প্রেম-প্রবাহিণী !

তব সে পীবর স্তন,
স্থধাশৈল স্থশোভন,
নিত্য নেত্রমনোহর—শক্তি-আকর্ষিণী।
পীনোন্নত পয়োধর,
স্থশোভিত মনোহর,
বিশ্বধাত্রি, আত্মরমে,
ক্ষরে ক্ষীর তা'য় যেন স্নেহ-নির্ঝরিণী!
ধারা তা'র ক্ষুধা-হরা
আত্মজের আশা-ভরা,
জীবন-রক্ষিণী স্বতঃ স্থধাস্রোতস্বিনী!
স্থধার্দ্র হিমাদ্রি-শির,
ফুটি যথা গঙ্গানীর,
স্থধাদানে তোষে জীবে কল্যাণ-দায়িনী!
স্থখদা মোক্ষদা গঙ্গা শান্তি-প্রদায়িনী!!

( ১৮ )

অমৃতশীকরসিক্ত মৃদুল শীতল।
স্থধীর সমীর বয় আনন্দে বিহ্বল।
এবে সতী সন্তর্পণে,
লুকাইল সঙ্গোপনে,
রূপের মাধুরী ব্যাপ্ত দিশি অবিরল!

উদার উজ্জ্বল কায়া,
বিহরে তোমার ছায়া,
নিরন্তর দৃষ্টি-পথে—চঞ্চল—চঞ্চল!
গিয়াছে তরুণ-কাল,
চাপল্য কি লাগে ভাল,
লুকাচুরি খেল কেন—কেন এত ছল!
আমি যে, সুরতবালা,
ল'য়ে প্রেম-ফুলমালা,
গন্ধে ভোর—নাহি হেরি' নেত্র ছল ছল!
কল্পনা দেখাও তা'র রূপ ঢল ঢল!!

(১৯)

অনল-শোধিত দিব্য প্রাসাদ সুন্দর,—
অনল-শোধিত দিব্য নাভস-অম্বর;—
পেয়ে ভুলিয়াছ সতি,
মর্ত্ত্যজীবে তুচ্ছ মতি,
অশনি-কঠোর তাই তোমার অন্তর!
ছায়ারূপে দেখা দিয়ে,
পুনঃ থাক লুকাইয়ে,
লুকাচুরি খেলি' হায়! কি সুখে বিহর!
না বুঝি' মরম-ব্যথা কিবা রঙ্গ কর!!

(২০)

মোহিনি, মোহন-রূপ লুকা'বে কেমনে,—
মানস-মুকুরে আঁকি' রেখেছি যতনে।

তব মুখ-শশী যবে,
না হেরি' এ তুচ্ছ ভবে,
মানস-মুকুরে হেরি' ধ্যায়েন সযতনে।
কি দিব্য স্বপন হেন,
কি ভাবে প্রমত্ত যেন,
হারানিধি হাতে পেয়ে সদানন্দ-মনে;—
তব প্রতিমায় পূজি নিভৃতে নির্জ্জনে!!

(২১)

মত্ত যোগ-যুক্ত প্রাণ—অভাব-সঙ্গমে!
তোমায় ধরেছি ধ্যানে এবে মনোরমে!
তুমি মম ধ্যান-ধন,
জ্ঞান তুমি মম মন,
হৃদয়-আসন পূর্ণ কর প্রিয়তমে!
পার্ব্বতি, সুরতবালা,
নিবাও প্রাণের জ্বালা,
রক্ষ কৃপাশ্রয়ে তব এ ভক্ত অধমে!
রক্ষ শক্তি জাগাইয়ে—ঘুচাও বিভ্রমে!!





# পঞ্চম সর্গ।

## ( মুক্তি। )

বসন্ত—গোধূলি।

বাসন্তী মহাশক্তির বিসর্জ্জন।

জ্ঞানযোগ—নৈষ্কর্ম্মসাধন—নির্ব্বাণ।

"यस्याः कर्म्मविधौ गरिष्ठघटनाः प्रीतिः प्रकृष्टाद्भुता
पुत्रेषूद्गितस्नेहचित्ररचनाः न्यस्तं मनो भर्त्तरि ।
वैराग्यं कथमेव जातमधुना, तस्याः प्रसक्तौ चिति
संसाराब्धितरी रहो मम हि सा प्रेमृणा प्रवद्धा मयि ॥"

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা।

মেঘ-আবরণ গেল তপন হাস্যবদন,—
নামিছে বিমান-পথে করিতে অস্তগমন!
মহাশক্তি-আবির্ভাব,
দুর্দ্দিনের তিরোভাব,
শক্তিলাভে কি প্রভাবে উপজে নব-জীবন!

দুর্দ্দিন অতীত হ'ল,
সুখ-আশা—মোহ-ছল,
বিধাতৃ-বিধান-বলে বিলীন সুখ-সাধন।

মহাশক্তি-আরাধন,
হ'ল যথা সমাপন,
অনন্ত বিজয় লভি' কর্ম্মে কর্ম্ম-বিসর্জ্জন।

সুখ-আশা নহে ভাল,
দুষ্ট চণ্ড রাহু-কাল,
বদন ব্যাদান করি, অকালে গ্রাসে সে ধন।

গ্রস্তাস্ত হইলে হায়,
কে তা'রে দেখিতে পায়,
দুঃখের তামসী নিশা কাঁদিয়ে করে যাপন।

প্রিয়হারা হ'য়ে লোকে,
ব্যথিত সতত শোকে,
প্রকৃতি প্রণয়ি-হারা ধরিল কাল-বসন।

( ১ )

শী তান্তে বসন্ত-কালে উদ্যান সুন্দর!
কি এক নবীন প্রাণে সুখী নারীনর!
সুখের বসন্ত কাল,
লেগেছিল যেন ভাল,
কে সে সুখনাশ করি' কাঁদালে অন্তর।
সে অপূর্ব্ব সুখ-কথা,
স্মরিলে যে পাই ব্যথা,

কি শঙ্কায় আতঙ্কিত—ঝঞ্ঝা ভয়ঙ্কর !
অপ্রিয়-সংযোগে প্রাণ অতীব কাতর !

( ২ )

বসন্তের অবসান মাধুর্য্য-বিলয় !
উন্মুখ নিদাঘ—তবু অন্তরালে রয় !
গতপ্রায় দ্বিপ্রহর,
নামিছেন দিনকর,
নীরব নিস্তব্ধ স্থির গভীর আশ্রয় !
তৃষায় রসনা-শোষ,
ফাটি'ছে হৃদয়-কোষ,
সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা পেতে সুস্নিগ্ধ নিলয় !
শীতল উপল-তলে,
অঙ্গ ঢেলে পলে পলে,
সুখলাভ তরে মনে আশা-উপচয় !
সুখশান্তি লাভ কভু নরসাধ্য নয় !!

( ৩ )

পবিত্র পর্ব্বাহ আজ—পবিত্রা জাহ্নবী,
স্নানান্তে কে ধ্যানরতা যেন শান্তছবি !
"হয় দেবি, শক্তি দাও,
নয় মোরে মুক্তি দাও"—
কৃতাঞ্জলি গঙ্গা-পাশে কে মাগে মানবী !

"শক্তি দাও দিবাকর,
নহে এবে মুক্ত কর"—
মাগে বর কর-যোড়ে প্রণমিয়া রবি!
কে পবিত্রা মূর্ত্তিমতী শান্তা নারী ছবি!!

( ৪ )

চিনেছি চিনেছি সতি, শক্তি-স্বরূপিণী!
সুমঙ্গল-বিধায়িনী বিশ্ববিকাশিনী!
তব হৃদে প্রেম-টান,
পতিপ্রতি বহমান,
সে প্রেম-সুধার ধারা শক্তি-সঞ্জীবনী;—
অমর সে প্রেমনিধি,
অমর সে প্রেমবিধি,
তাহাতে অমর মর্ত্ত্যে প্রেমী প্রণয়িনী!
সে প্রেমে অমর তুমি,
অমর তাহাতে আমি,
তব প্রীতি নিত্য মম জীবন-রক্ষিণী!
তব প্রীতি নিত্য মম আনন্দ-দায়িনী!

( ৫ )

তুমি সতি, মহাশক্তি কর্ম্মের সাধনে;—
সাধাইয়া সিদ্ধি দাও সাধক-জীবনে!
শক্তিদাত্রী হ'য়ে সতি,
শক্তি দাও এ কি মতি,
মুক্তির জননী শক্তি—মুক্তির প্রার্থনে—

প্রকৃতি বিকৃতা তা'য়,
নিশ্চলা নিস্তব্ধা প্রায়!
সে বাণী নিশিত বাণ ছুটিল পবনে!
'না জানি কি তপঃজ্যোতিঃ
ভুলা'লে আমায় সতি,
কি ভাব প্রকাশি' প্রেম-প্রফুল্ল-আননে!
ভুলা'লে সে শক্তি-মুক্তি কি প্রেম-ছলনে!!

(৬)

আবার মরম-ব্যথা কহিয়ে নির্জ্জনে—
কপোল বহিয়া অশ্রু বহিল নয়নে!
স্বকর্ম্ম-বিরাগ-বশে,
ধিক্কার করিয়া শেষে,
মম বুকে রাখি মুখ করুণ ক্রন্দনে—
যত সাধ তব মনে,
রেখেছিলে সঙ্গোপনে,
প্রকাশি' কাতর-বাক্যে ব্যথা দিলে মনে!
"ননীর পুতলী কেন!
কর্কশ নির্ম্মম হেন!
ইহার কার্কশ্য-জ্বালা সহিব কেমনে!
আশীষ—পাইতে ত্রাণ এ জ্বালা-জ্বলনে"!!

(৭)

মূর্ত্তিমতী ভক্তি তুমি স্নেহের আধার!
ভাবি না ভুলিবে স্নেহ পিতার মাতার!

স্বর্গ হ'তে সুখময়—
ভাব সতি, পিত্রালয়,
ভাবিতে ভক্তির বশে যাহে বারে বার।
সে স্নেহ যাহার তরে,
ভুলেছিলে অকাতরে,
ভুলি যা'বে আদরের তাহার সংসার।
তাই কি এ মুখপানে চাহ বারে বার!!

( ৮ )

সংসারে আমার তুমি শক্তি-স্বরূপিণী!
অনন্ত-আনন্দ-দাত্রী মানস-মোহিনী!
কিবা বল পতিব্রতে,
হারায়েছ এ জগতে,
কে ছিঁড়িল আশালতা কাঁদা'তে মানিনী!
বল গো কিসের তরে,
হাসি নাই বিম্বাধরে,
কি বিষাদে বহে নেত্রে অশ্রু-নির্ঝরিণী!
কেন গো সংসারে আসি,
শুখা'ল সুখের হাসি,
কি ঘোরা নিয়তি বশে কাঁদ বিষাদিনি!
বিষণ্ণা মলিনা তাই এবে বিনোদিনি!!

( ৯ )

অথবা নিয়তি-গতি কে রোধিতে পারে?
উদয়াস্ত জন্ম-মৃত্যু ব্যক্ত এ সংসারে!

সৌরভ-সম্পত্তি ল'য়ে,
হাসে পূর্ণ সুসময়ে,
নিয়তির বশে হয় টুটিতে তাহারে !
অয়ি শান্তিময়ি সতি,
বুঝেছি কি দুর্নিয়তি,
স্নেহ-প্রীতি-রোধ করি' কাঁদায় তোমারে।
হৃদিভরা স্নেহ-প্রীতি,
মনোভরা প্রেমগীতি,
অনন্ত অসীম উৎস ছুটে অনিবার !
কি ঘোর আঘাতে তাহা ভাঙ্গিল আমার

( ১৫ )

অহো সে স্বপন প্রায় দেখেছি নয়নে ;—
এখনো দেখিতে পাই সদা পড়ে মনে।
কুসুমের আভরণে,
সুগন্ধে প্রফুল্ল মনে,
মাতি' মহানিদ্রা-সুখে এ শেষ-শয়নে !
"সরল-সুজন-ভালে,
সুখ নাই কোন কালে"—
ভাবি তা পাগল প্রায় চাহি ক্ষণে ক্ষণে !
বিষাদ-বিহ্বল হ'য়ে চাহি এ ভুবনে ! !

( ১৬ )

দাও নাই অধিকার ও-প[illegible]রণে।
সাজাই ও-পদ এবে অলক্ত-রঞ্জনে !

মম আয়ুঃক্ষয়-ভয়ে,
কি অবগুণ্ঠিতা রয়ে,
অসম্মতা ছিলে যেই শিরঃপ্রদর্শনে !
এক্ষণে সে সীমন্তে তব,
সিন্দূর-সংযোগ নব,
করে দিই—কত শোভা হেরি এ নয়নে।
মনোমত অলঙ্কারে,
অশক্ত যে সাজা'বারে,
সে কুসুম-অলঙ্কারে সাজায় এক্ষণে !
তুচ্ছ রক্তবস্ত্র দিয়ে,
সাজাতে কি চায় হিয়ে,
রাখিতে হৃদয়ে তব চিত্র সুশোভনে !
পলক-বিহীন নেত্রে হেরি ক্ষণে ক্ষণে !!

( ১২ )

মহাশক্তি-অর্চ্চনার আজ সমাপন !
সম্পন্নেরা মহাশক্তি দেন বিসর্জ্জন !
মহাশক্তি-বিসর্জ্জনে,
কাঁদিল প্রকৃতি ঘনে,
কাঁদিল বিষণ্ণ-মনে স্বর্গে দেবগণ !
মম শক্তি বিসর্জ্জনে,
কাঁদিল জলদগণে,
কাঁদিল দেবতাবৃন্দ—কাঁদিল ভুবন !

ক্রন্দনে ক্রন্দন আর,
মিশাইয়ে শোকভার,
হ্রাস বৃদ্ধি করি—হেন প্রবৃত্তি—কেমন!-
হারায়ে প্রবৃত্তিরূপা জাগে না এখন!

( ১৩ )

মহাশক্তি-তিরোধানে জড় এ ভুবন।
মহাশক্তি-মহানিদ্রা সুনিদ্রা এখন।
স্নেহময় গঙ্গা-কোলে,
ঘুমে বায়ু যেন ঢোলে,
ঘুমেতে চেতনা-হারা প্রকৃতি—ভুবন!
ঢুলি তাই ক্ষীণমনে,
গঙ্গাতীরে যোগাসনে,
কি এক স্বপনে হয় মানস-তোষণ!
মুদিয়ে নয়ন যেন,
মানস-মোহিনী হেন,
ঘুমন্ত শ্রবণ নেত্রে করে সুধা-বরষণ!
কে এবে আকুল-প্রাণ,
তুলিল পূরবী গান,
অস্তাচলে যোগাসনে হেরিয়ে তপন!
ভাঙ্গিল স্বপন হায়!
চির-অস্তমিতা শক্তি আমার এখন!!

( ১৪ )

আর ত লাগে না ভাল স্বপন-বিলয় !
হারা'নু সুখের হায় ! ঘুমন্ত হৃদয় !
চাহি' এ ভুবন পানে,
কি যেন জাগিছে প্রাণে,
চিতাধূমে ব্যাপ্ত যেন ভুবন-নিলয় !
এবে গো শ্মশানভূমি,
হৃদি-যজ্ঞ-কুণ্ডে তুমি,
অগ্নিহুত করি' কর কা'র স্মৃতি-লয় !
এ যজ্ঞের দীপ্তানল,
নিত্য জ্বলে সুপ্রবল,
ইহাতে জগতে নিত্য ভাবের বিলয়।
ভাবের অভাব হয়,
জনম মরণ লয়,
অবিনাশি-বক্ষে হয় প্রবল প্রলয় !
কাজ কি এ বিশ্ব-জীব—ভ্রমের নিলয় !

( ১৫ )

শ্মশান-হৃদয়ে যজ্ঞ-কুণ্ডের অনল—
দেখিতে দেখিতে দেখ হইল প্রবল !
হেরিয়ে উদয় লয়,
সমাধি হেসে বয়,
তরঙ্গ-দোলায় চাপি' তুলিয়া হিল্লোল !

ত্রিতাপহারিণি গঙ্গে,
তরল-তরঙ্গ-ভঙ্গে,
পাগলিনী সম গাও করিয়া কল্লোল!
তুমি মা, কাতর স্বরে,
কা'র শোক গান ক'রে,
অন্তর-বিষাদে গাও হইয়ে বিহ্বল!
তোমারো আমার মত,
হৃদয় কি বজ্রাহত,—
তাই কি আপন-মনে গাহিছ কেবল!
কমাইতে শোকভার—ক্রন্দন সম্বল!!

(১৬)

শোকের নিবৃত্তি তরে করি যে যতন!
ততই স্বতই বাড়ে—কেঁদে উঠে মন!
পার্ব্বতি! সুরতবালে!
দেখ কি দুর্ভোগ ভালে!
কাতর কাতর অতি শোকদগ্ধ মন!
কি বলেছি অভিমানে,
লেগেছি কি তাই প্রাণে
তব ব্যথা হ'তে এই আঘাত ভীষণ!
তব অদর্শন-শোকে ব্যর্থ এ জীবন!!

(১৭)

প্রকৃতি মহতী কীর্ত্তি প্রকাশি যতনে।
মহাসমারোহ করে আজি কি কারণে।

কা'র এ মহতী মূর্ত্তি,
জাগা'য়ে হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি,
হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী তুমি কি ললনে!
নয়ন পলকহীন,
বদন বচনহীন,
শ্রবণ শ্রবণহীন—মন নাই মনে!
মুখখানি হাস হাস,
আলুথালু কেশ-পাশ,
এলায়ে পড়েছে বাস—লজ্জা সরে ক্ষণে!
এই বিশ্ব কর্ম্মভূমি,
ত্রিদিব-সুষমা তুমি,
মনোরমা নিরুপমা কর্ম্মে চন্দ্রাননে!
বদনে ফুটিল হাসি,
মনে প্রাণে ভালবাসি,
হেরি হাসি-মুখখানি জুড়াই নয়নে!
দেখিবার আশা আর ছিল না এ মনে!!

(১৮)

তেমন আনন্দ আর আছে কি ভুবনে।
হেরি এ মহতী শক্তি জাগে যা' জীবনে।
প্রেয়সি, তোমায় পেলে,
এ দীন—ইন্দ্রত্ব ফেলে,

সুখের সাগরে পড়ি দেয় সন্তরণ !
শক্তি-শিব-প্রীতি-যোগ বিশ্বে অতুলন !

( ১৯ )

কৰ্ম্মিষ্ঠা জীবনদাত্রী জীবনের ধনে—
কি আনন্দ হয় হেরি' সহাস্য-বদনে !
ও বিধু-বদনে হাসি,
উগরে কৌমুদী-রাশি,
অথবা কুসুম-রাশি ছড়ায় ভুবনে !
হেরি তা' কি হয় মনে,
পাই যেন কি রতনে,
স্তম্ভিত হইয়ে তাই ভাবি' মনে মনে !
প্রিয়ে, প্রাণসঞ্চারিণি,
এস মৃতসঞ্জীবনি,
হেরি এ বিষাদে হৃষ্টা মূর্ত্তি এ নয়নে !
দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরি,
হৃদিক্ষেত্র আলো করি,
আশা ভরি' হেরি সতি, তব ফুল্লাননে !
ভুলেনি এখনো মন সেই দুঃস্বপনে !

( ২০ )

দেখিয়া না মিটে সাধ ও বিধুবদনে !
না জানি কি সুধাধারা ঝরে ও নয়নে !

কি বিমুক্ত জ্যোতিঃ ভায়,
দুখনিশা ঘুচে তা'য,
দেব-ভোগ্য সুধাস্রোতঃ বহে অনুক্ষণ !
এমন সাধের ধনে,
চেয়ে থাকি ক্ষণে ক্ষণে,
সুধাসিক্ত হয় তা'য় হৃদি-নিকেতন !
আদরে গেঁথেছি সতি,
যূথিকা-মল্লিকা-মতি-,
মালা প্রেম-সুধা সিক্তা তোমার কারণে !
হৃদি অন্তস্তলে বস নিভৃতে—নির্জ্জনে ! !

( ২১ )

ধরা তব উপযোগী নয় কদাচন !
এখানে মানুষ চায় স্বার্থের সাধন।
যৌবন-জীবন-মন,
বিনিময়ে প্রিয় জন,
স্বার্থ-বিনিময় চায় পশুর মতন।
নিত্য নব আশা ল'য়ে,
ফিরে এই বিশ্বালয়ে,
নরত্ব পশুত্ব হেথা সম-আচরণ !
নাহিক নিঃস্বার্থ কাম,
স্বার্থময় ধরাধাম,
এস না ধরায় তোমা করি নিবারণ !

থাক্ ও নিঃস্বার্থ প্রেম,
কোমল বিশুদ্ধ হেম,
ল'য়ে তা' নিভৃত হৃদি-কক্ষে অনুক্ষণ!
থাক স্থিরা,—করি প্রেম-প্রসূনে অর্চ্চন!!

( ২২ )

হৃদি-ক্ষেত্রে প্রাচী-দিশি উদয়-অচলে।
হাসিল মোহিনী দ্যুতি হর্ষে কুতুহলে!
জানি সে বিমলা ভাতি,
পোহাল এ ঘোর রাতি,
হাসে স্বর্গ—এ নিসর্গ হাসে ধরাতলে!
পুষ্পরথ হ'তে পরে,
হাসি' সতী ফুল্লাধরে,
দেখা দিল হাসি হাসি জ্যোতিঃ সমুজ্জ্বলে!
সুস্থির হইল প্রাণ,
মিটে গেল বৃথা ধ্যান,
সংহত বিদীর্ণ বক্ষঃ কিবা মন্ত্র-বলে।
চেয়ে থাকি মুখ পানে—না জানি কি বলে!!

( ২৩ )

নয়নে নয়নে এবে কি শুভ মিলন!
নীরব বচনে শুভ প্রেম সম্ভাষণ!
কি এক প্রবল টান,
উভয়ে উভয়-ধ্যান,
নয়নে মানসে করে একান্ত চিন্তন!!

নীরব পূজার মন্ত্র,
কে জানে সে যন্ত্র তন্ত্র,
উভয়ে উভয় প্রেমে নিত্য আকর্ষণ!
উভয়ে উভয়ে করি নীরবে অর্চ্চন!!

( ২৪ )

তাই সতি, বহে হৃদি প্রেম-প্রবাহিণী!
উদ্বেলা হইয়ে ছুটে সুধা-তরঙ্গিণী!
তাই সে প্রেমাশ্রুজল,
বহে নেত্র ছল ছল,
অভিষেক করি তোমা জীবন-সঙ্গিনি!
স্বর্ণ-শতদলোপরি,
বিরাজ হৃদয়েশ্বরি,
ব্যজন এ পঞ্চপ্রাণে করি গো যোগিনি!
মনো-ভৃঙ্গ খুলে প্রাণ,
ধরুক তোমার গান,
জীবন্মুক্তি আনে সতি, আশা-কুহকিনী!
প্রীতি-যোগে তব ভুক্তি,
অন্যথায় মম মুক্তি,
চাই সদা তব পানে শক্তি-সঞ্চারিণি!
ভুক্তি-মুক্তি-প্রদা তুমি হৃদি-বিহারিণি!!

সমাপ্ত।

# শান্তি

यामृतदात्री भक्तिविधाने
शान्तिविधात्री या शिवदाने ।
या शुद्धमेधा सिद्धिविधात्री
सा मम नित्यं कर्म्म-नियोक्त्री ॥

( গীত )

রাগিণী রামকেলি, তাল—একতালা

প্রিয়ে, মধুর এ তব রঙ্গ !
অনিত্য ভ্রূভঙ্গ, নিত্য তব সঙ্গ,
ক্ষুব্ধ হেরিয়ে অনঙ্গ !

দিব্য মনোহরী মূরতি তোমার,
সদা হাসে হৃদি-আলয় আমার,
সুবর্ণ-বরণে, বিমল-কিরণে,
এ কি সে মধুর প্রসঙ্গ !

হৃদি-মরুমাঝে তব কৃপেক্ষণে,
মধুর লাবণ্য খেলে ক্ষণে ক্ষণে,
শ্রীরূপ তোমার প্রেম সুধাধার,
বহায় প্রেম-তরঙ্গ !

প্রেম-স্রোতে সুখে অঙ্গ ভাসাইয়ে,
তব প্রেম-তৃপ্তি আ[illegible] করিয়ে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলি, যাই কোথা চলি,
পেয়ে কি কামনা-সঙ্গ !

নিখিল এ বিশ্ব মগ্ন ভাবে তব,
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ তোমার বিভব,
তুমি প্রাণরমা, নেত্র-মনোরমা,
নিত্য ধ্যাত তব অঙ্গ !

নিত্য-লীলা-ভূমি তব এসংসার,
তব ইচ্ছা-বশে মম সৃষ্টিভার,
প্রজা-প্রপালিকা, উত্তর-সাধিকা,
( কর ) কেন কর্ম্মে আশা-ভঙ্গ !

হৃদিসিংহাসনে রাজরাজেশ্বরি,
বিহর সানন্দে তুমি প্রাণেশ্বরি,
তুমি শক্তি সতি, আমি শক্তি-পতি,
শেষ হ'ক এ বিশ্ব-রঙ্গ ।